ঈমানদীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছ

# তারকার মিছিল

আব্দুল্লাহ আল-মামূন ইয়াকূবী

*ঈমানদীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছ ঃ*

# তারকার মিছিল


রচনা

**আব্দুল্লাহ্ আল- মামূন ইয়াকূবী**

মুতাআল্লিম, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

সম্পাদনা

**মাওলানা নোমান আহমদ**

মুহাদ্দিস, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।



**আনোয়ার লাইব্রেরী**

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ ০১৭১৫-০২৭৫৬৩, ০১৮৮-৬৯৯৩৪৬



www.almodina.com

*ঈমানদীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছ ঃ*

# তারকার মিছিল

আব্দুল্লাহ্ আল-মামূন ইয়াকূবী

সম্পাদনা
মাওলানা নোমান আহমদ

প্রকাশক
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

**গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত**

প্রকাশকাল
আগষ্ট ২০০৬ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ রাশেদ, মোঃ হাসান, মোঃ সোহ্‌রাব
বুকবুন ইন্টারন্যাশনাল, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
নাজমুল হায়দার

**শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র**

---

**TAROKAR MESEL BY. ABDULLAH AL-MAMUN
PUBLISHED BY ANWAR HOSSIN
ANWAR LIBRARY11/1 BANGLABAZAR
DHAKA-1100**

www.almodina.com

# আব্বা-আম্মা

অস্তিত্বের প্রতিটি কনা যাদের 'তারবিয়াতে'র কাছে চির ঋণী। যাদের পরম স্নেহ-মমতা, নিঃস্বার্থ ভালবাসার ছায়ায় অধম লালিত হয়েছে। যাদের উপযুক্ত শাসন অধমকে অধ্যয়নের বনার্ট্য আসরে শামিল করেছে। যাদের ঐকান্তিক তামান্নায় অধমের হাতে কলম আন্দোলিত হচ্ছে। শত মুসিবতের মাঝেও যারা নিজেদের কথা ভূলে অধমকে নিয়ে ভাবেন, অধমের কল্যাণ কামনা করেন, সেই মুহ্তারাম আব্বা-আম্মার হস্ত মোবারকে তুলে দিলাম।

—— দোয়ার কাঙ্গাল
মামুন ইয়াকুবী
১৫ আগষ্ট, ০৬ ইং

www.almodina.com

ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষা কেন্দ্র জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়ার স্বনামধন্য ও সুযোগ্য প্রিন্সিপ্যাল, হামিলে কুরআন, ফা-ইকে আকরান, উস্তাযুল আসাতিযা, হযরত হাফেজ মাওলানা ফারুক আহমাদ সাহেব দা. বা. এর

# বাণী ও দোয়া

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين

উলামায়ে দীন আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারিস। নবীগণ দীনার-দিরহাম বা টাকা-পয়সা রেখে যাননি। তাঁদের উত্তরাধিকার কেবল ইল্‌ম ও আমলের। তাই একজন হক্কানী আলেমের সামনে কখনই পার্থিব কোন স্বার্থ থাকেনা। থাকে কেবল রেজায়ে মাওলা। আমাদেরও দুনিয়ার কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। কামনা-প্রত্যাশাও নেই। দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব অর্জিত না হলেও আমরা আমাদের হাতে গড়া কিছু রুহানী সন্তান সমাজকে উপহার দেয়ার চেষ্টা করছি, যারা দীনের খাদেম হিসেবে নিরলস দায়িত্ব পালন করবে। যারা দেশ, জাতি ও দীনের খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। আমরা তাদেরকে নিয়ে গর্ববোধ করি। আমার সে ধরনের একান্ত প্রিয় এক রুহানী সন্তান হচ্ছে আব্দুল্লাহ আল-মামূন। তার মাঝে বহু প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছে। লেখাপড়ার আগ্রহও সীমাহীন। ছাত্র হিসেবে বরাবরই মেধাবী। তার লিখিত ***"তারকার মিছিল"*** বইটি দেখে খুবই ভাল লাগল। শব্দের গাথুনী, বাক্যচয়ন, ছন্দের গতি ও স্থিতি সত্যিই বড় আকর্ষনীয়। তার উপস্থাপনায় এক অভিনবত্যের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সব মিলিয়ে বইটি বড় চমৎকার মনে হয়েছে। অন্তর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা আমার এই তালিবুল ইল্‌মকে কবুল করুন। উলূমে নবুওয়াতের উঁচু খেদমত আঞ্জাম দেয়ার তাওফীক দান করুন। তাক্বওয়া ও ফালাহের অধিকারী বানিয়ে দিন ॥

আরজগুজার

৬/৮/০৬

**(হাফেজ মাওলানা ফারুক আহমদ)**
প্রিন্সিপ্যাল, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

www.almodina.com

# সূচীপত্র

১. প্রকাশকের কথা ..... ৬
২. সম্পাদকীয় ..... ৭
৩. কিছু কথা, কিছু ব্যথা ..... ৮
৪. ঈমানী শক্তি ..... ১৩
৫. আযানের সূচনা ..... ১৮
৬. ফেরেশতাদের আড়ম্বর আয়োজন ..... ২৪
৭. কে শ্রেষ্ঠ? ..... ২৭
৮. বিনিয়োগ ছাড়া বাণিজ্য ..... ৩০
৯. ইনসাফের আদালত ..... ৩৫
১০. রাসূল যখন মুকতাদী ..... ৪২
১১. নগদ প্রাপ্তি ..... ৪৭
১২. কোথায় আবু জেহেল? ..... ৫৪
১৩. উমায়ের ইবনে সা'দই সত্যবাদী ..... ৫৮
১৪. গায়েবী সাহায্য ..... ৬৪
১৫. আযান হয়নি কেন? ..... ৬৭
১৬. প্রথম পরিচয় ..... ৭০
১৭. অন্য রকম প্রতিশোধ ..... ৭৮
১৮. জীবন সায়াহ্নে আল্‌কামা ..... ৮৩
১৯. বিস্তৃত ক্ষমতা ..... ৮৭
২০. নীল দরিয়ার চিঠি ..... ৯০
২১. গ্রন্থপঞ্জি ..... ৯৪

# প্রকাশকের কথা

বর্তমান দুনিয়ার মুসলিম বিশ্ব চতুর্মুখী প্রতিকুলতার শিকার। একদিকে আত্মকলহ, আভ্যন্তরীন দ্বন্দ দিন দিন মুসলমানদেরকে 'মেরুদন্ডহীন দেহে' পরিণত করছে, ঐক্যের শক্তি নিঃশেষ করে প্রাণহীন জড়পদার্থে রুপান্তর করে ছাড়ছে। অন্যদিকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল বিধর্মী শক্তি একতাবদ্ধ হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে মত্ত হয়ে উঠেছে। একের পর এক কুটিল চক্রান্তের দুর্ভেদ্য দূর্গ নির্মান করে যাচ্ছে। অথচ মুসলিম হল বীরের জাতি। ইসলাম হল অপরাজেয় সদা বিজয়ী মিল্লাত। মুসলমানদের রয়েছে স্বর্নালী ঐতিহ্যের এক সোনালী অধ্যায়। সেই কীর্তি গাথা ইতিহাসও আজ শিক্ষিত সমাজ থেকে বিলীন হতে চলেছে সাহিত্যের নামে একদল 'বর্ণচোরা' অশ্লীল বাণিজ্যবাদীর কুট কৌশলের কারণে। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য সমাজের সামনে, মুসলিম দুনিয়ার সামনে তাদের পূববর্তীদের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভাতের দুলালাকা সমিরনের মত স্পষ্ট হতে হবে, উদ্ভাসিত হতে হবে। তাদের ঐতিহ্যই মুসলমানদের আদর্শ, মুসলমানদের অনুপ্রেরণা।

সেই প্রত্যাশা লালন করেই এগিয়ে এসেছেন স্নেহধন্য প্রিয় ছাত্র প্রতিভা সম্পন্ন তরুন লেখক আব্দুল্লাহ আল-মামুন ইয়াকূবী। আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদ্বীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছঃ তারকার মিছিল। বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা সীমাহীন আনন্দিত।

ছাপা অক্ষরে বইটি প্রকাশ করতে কিছুটা তাড়াহুড়া করা হয়েছে। বিধায় মুদ্রনজনিত ভূল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সেক্ষেত্রে সকলের আন্তরিকতার সদয় দৃষ্টি কামনা করছি। আর বিজ্ঞ পাঠকের নজরে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

**বিনীত**

**মাওলানা আনোয়ার হোসাইন**

**শিক্ষক, ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা**

www.almodina.com

# সম্পাদকীয়

## حامدا و مصليا و مسلما

তারুণ্যদীপ্ত যুবক। চোখে মুখে প্রত্যয়ের ছাপ। উম্মতের ফিকির তণুমন জুড়ে। ইসলামী সাহিত্যের তুলি হাতে নিয়েছেন। কাজের আগ্রহ প্রচুর। সহযোগিতা পেলে শুধু দেশ নয়, গোটা বিশ্বের খেদমতে এঁরা শীর্ষ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে মনে হয়। যুবক হলেন স্নেহভাজন মামূন ইয়াকূবী। ঐতিহাসিক দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়ার জালালাইন জামাতের মুতাআল্লিম।

ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি, বিশ্রামাগারের সন্নিকটে বসে বই-পত্র ঘাটাঘাটি করছেন। ভূমিকা না রেখেই ঝটপট বলে ফেললেন, "আপনার কাছেই এসেছি। বহুদিনের আশা একটি বইয়ের সম্পাদনা করাব। অনুগ্রহ পূর্বক আমার এই ছোট্ট বইটির সম্পাদনা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করবেন"। তার মুখনিঃসৃত কথাগুলো ভাল লাগল।

সেক্স-ভায়োলেন্সের যুগে, ভোগবাদের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের এই সময়ে তিনি স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়েছেন। আমি তার জন্য অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছ নিয়ে ***তারকার মিছিল*** নামক পুস্তিকাটি তৈরী করেছেন। নিজের ভাষায়, মনের মাধুরী মিশিয়ে চমৎকারভাবে কয়েকটি শিক্ষনীয় ঘটনা তুলে ধরেছেন।

লেখার ময়দানে নবীন হলেও তার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। আল্লাহ তাআলা তাকে গোটা মুসলমি উম্মাহর জন্য সাহিত্য সেবার সুযোগ দিন। গ্রন্থটিকে সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসিলা করুন।

অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পাদনা করতে হয়েছে। কোন ভূল-ত্রুটি থাকলে আশা করি পাঠক-পাঠিকা অবহিত করবেন। ভবিষ্যতে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ ॥ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

বিনয়াবনত
নোমান আহমদ
১০/০৮/২০০৬ইং

www.almodina.com

# কিছু কথা, কিছু ব্যথা

অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গোটা সমাজ, আলোর সন্ধান পাওয়া, এখন দুরূহ ব্যাপার। দারিদ্র পীড়িত অসহায় মানুষেরা যখন দারিদ্রের কষাঘাতে অতিষ্ঠ-অস্থির, তখন সেবার আবরনে ফেরেশতার বেশধরে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌছে গেছে ইবলিসী বাহিনী। অসংখ্য অগনিত মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানব রচিত কত তন্ত্র মন্ত্রের অলিক ধাঁধাঁর দিকে। যে ধাঁধাঁর অন্তরালে কেবল গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা দাউ দাউ করছে।

অন্যদিকে দেশীয় একদল আধুনিক সাহিত্যের নামে শিক্ষিত সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অন্ধকারের দিকে। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার দিকে। অথচ সাহিত্য একটি আদর্শ জাতি গঠনের উত্তম হাতিয়ার। শিক্ষিত সমাজে নীরব বিপ্লবের এক অব্যর্থ অস্ত্র। অথচ এ হাতিয়ার, এ অস্ত্রও আজ চলে গেছে দুশমনের হাতে। তাই সমাজে আজ অন্ধকারের স্রোত বয়ে চলছে। সর্বত্রই আজ অশ্লীল বই-পুস্তকের সয়লাব, মানবতা বিধ্বংসী পত্রিকার জয়গান, যুব সমাজের চরিত্র বিনষ্টকারী পত্র-পত্রিকার দ্বারা সমাজ সম্পুর্ণ বিধ্বস্ত ও কলুষিত। ত্রিত্ববাদ, নাস্তিক্যবাদ এবং আরো কত বিধর্মী মতবাদে বিশ্বাসী তথাকথিত লেখক, কলামিষ্টদের লেখনী পড়ে সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাদের কলমী মিশন কুফর বিস্তারে অবিস্মরনীয় অবদান রাখছে। ইসলামী আদর্শের মূলোৎপাটনে জগৎজয়ী সিপাহীর ভূমিকা পালন করছে। এ সব অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির কারণ কেবল একটাই-সাহিত্যের ময়দানগুলো আমাদের (আলেম সমাজের) বিচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান ভান্ডার থেকে মানুষকে সামান্য কিছুও উপহার দিতে পারছিনা। ব্যাপকভাবে ইসলামী আদর্শ ও মতাদর্শ প্রচার করছিনা। আমাদের গাফিলতি ও উদাসীনতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করছে দেশের নাস্তিক, মুরতাদ ও ভ্রান্ত মতবাদের লেখক গোষ্ঠী। বাংলা ভাষার সাহিত্যাঙ্গন এখন ওদের পূর্ণ দখলে। সর্বত্র ওদের 'তাওহিদ বিরোধী' চেতনার বই গুলো শোভা পাচ্ছে। ওরা লিখে যাচ্ছে আর আমরা প্রতিবাদ না করে 'নীরব সমর্থন' করে যাচ্ছি। এভাবে চলতে থাকলে অবশ্যই একদিন কঠিন বাস্তবতার শিকার হব। তাই একজন মুমিন হিসাবে আমাদের সামনে এমন হওয়াটা নিঃসন্দেহে সমীচীন নয়। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়। খোদাদ্রোহী বক্তাদের বিষ দাঁতের আঘাতে সব খতম হয়ে গেলে, তাওহীদ বিরোধী লেখক কলামিষ্টদের ক্ষুরধার লিখনী দিয়ে 'বিশুদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি'র কবর রচিত হলে জাগ্রত হওয়ার কোন অর্থ নেই। তাই সমস্ত সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে সাহিত্য সেবায় আমাদেরকে অবশ্যই ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের কলমের 'মশাল' দিয়েই ঈমানের মোবারক চেরাগ জ্বালাতে হবে। ইসলামী সাহিত্য উপঢৌকন দিয়ে সাহিত্যাঙ্গন থেকে শির্‌কী পুস্তক পুস্তিকা নিঃচিহ্ন করতে হবে।

www.almodina.com

আর এই মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমাদের বক্ষমান গ্রন্থের এ সংক্ষিপ্ত প্রয়াস। বিস্তীর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে সাধ্যের গন্ডিভূক্ত গৎসামান্য একটু 'দায়িত্ব' পালনে এক অস্থির ও ব্যথাতুর হৃদয়ের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল "সাহাবায়ে কেরামের ঈমানদীপ্ত অমর কাহিনীগুচ্ছঃ তারকার মিছিল" কুরআন, হাদীস, তাফ্সীর, ইতিহাস এবং আরব বিশ্বের বেশ কয়েকজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের কিছু নির্ভরযোগ্য আরবী গ্রন্থ থেকে ঘটনার মূল নির্যাস ধারণ করে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সফলতা ও ব্যর্থতার বিচার আল্লাহর হাতে। তবে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি।

তারকার মিছিলের যা কিছু রস-গন্ধ তার সম্পূর্ণই মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা নোমান আহমদ সাহেবের বলিষ্ঠ সম্পাদনার ফসল। মুহতারামের বিজ্ঞ কলমের আচড়ের বরকত। বইয়ের পান্ডুলিপিতে পড়েছে হযরতের মোবারক হাতের স্পর্শ। অন্যথায়, পাঠোপযোগী করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হত না। হযরতকে বিনিময় দেয়ার মত কিছুই নেই আমার কাছে। আছে শুধু আমার ব্যক্তিসত্ত্বা। আমার এই ব্যক্তিসত্ত্বাকেই পেশ করলাম জনাবের চরণতলে। কথা দিচ্ছি, সবাইকে স্বাক্ষি রেখে- 'সারাজীবন হযরতের গোলামী করে যাব নিষ্ঠার সাথে'।

হে আমার উস্তাদ! আপনি কি আমাকে কবুল করেছেন।
আপনার একজন নগণ্য খাদেম ও গোলাম হিসেবে?

আমার মুহতারাম উস্তাদ ও মুরব্বী হযরত মাওলানা আনোয়ার হোসাইন সাহেব বইটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করে অধমকে যুগপৎ আনন্দিত করেছেন। এই পথে সাহস যুগিয়েছেন। অনুরূপভাবে শিক্ষা ও অধ্যয়নসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আমার প্রতি যে ইহসান ও অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য আমি হুজুরের খেদমতে চিরকৃতজ্ঞ। গ্রন্থবদ্ধ হয়ে বইটি আলোর মুখ দেখার পিছনে একান্ত সুহৃদ, বাল্যবন্ধু ভাই মোস্তফা কামাল প্রবল আগ্রহে নিরলস প্রচেষ্টা ব্যয় করে যে দায়িত্ব পালন করেছেন তার জন্য তিনি সকলের অকুণ্ঠ শুকরিয়ার হকদার।

বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরীর কাজ যখন চলছিল তখন সময়টা ছিল শিক্ষা বছরের প্রায় শেষ। নির্ধারিত সময়ের বাহিরেও ক্লাসের গতি তখন দূর্বার, অবিরাম। ভিন্ন কিছুর চিন্তা ভাবনা ছিল দুঃসাধ্য- অকল্পনীয়। সে রকম একটি প্রতিকুল অবস্থায় যার সহযোগিতা না পেলে আমার পক্ষে সুকঠিন হয়ে দাড়াত, ভালবাসাসিক্ত পরামর্শ, উপদেশ দিয়ে সহায়তা করেছেন, যার মমতামাখা ধাক্কা-ধমক আমাকে কর্মোদ্যমী করেছে, নানা হতাশার মাঝেও যার উৎসাহ আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তিনি হলেন বন্ধুবর কাউছার আহমাদ ইবনে আব্দুল হাই। এ রকম আরো এক উদারপ্রাণ, যিনি বহু দূর থেকেও সহায়তার প্রশস্ত হস্ত প্রসারিত করেছেন, সুচিন্তিত মশওয়ারা দিয়ে সাহায্য করেছেন তিনি

www.almodina.com

হলেন বন্ধুবর মওসুফুর রহমান সিদ্দিকী। এ সহযোগী মনীষীদ্বয়কে ধন্যবাদ জানানোর যথার্থ ভাষা আমার ক্ষুদ্র শব্দকোষে নেই, মোবারকবাদ নিবেদনের উপযুক্ত শব্দ আমার সঞ্চিত ভান্ডারে নেই,-আমি অক্ষম, আমি অপারগ। তাই তাদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসার সুরভিত নির্যাস মিশিয়ে শুধু বলছি- "জাযাকুমুল্লাহু খায়রান।"

আরো অনেক ভাইয়ের দৌড়-ঝাপ ও কুরবানীর ফসল এই গ্রন্থ। অনেক হিতৈষীর ত্যাগ-তিতীক্ষার নতীজা এই সংকলণ। গ্রন্থ প্রকাশের এ আনন্দঘন মূহুর্তে পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সবাইকে। বিশেষ করে ভাই কামরুল ইসলাম, মুনির বিন যায়েদ, রেজাউল করিম বিন আঃ খালেক, মাকসুদ মুজিব, হুজাইফা বিন সাদেক, নাসিম হিজাযী, আবুল কালাম তারা সকলে ব্যবস্থাপনা, প্রুফ দেখা, বই বিন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাদের সবার প্রতি রইল অশেষ মোবারকবাদ ও অসংখ্য শুকরিয়া।

সাহিত্যের দুনিয়ায় 'সাত সমুদ্র-তের নদী' পাড়ি দেয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই, লেখনী ও ভাষা চর্চার পৃথিবীতে কন্টকাকীর্ন দুর্গম গিরিপথ মাড়াবার মত 'তাজরেবা'ও আমার নেই। আমি বয়সে এবং লেখনির জগতে একেবারেই নবীন, বলতে গেলে হাতে খড়ি চলছে। আমাকে যারা সহায়তা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন তাদের অবস্থাও এটাই। উপরন্তু আমরা মানব জাতিরই দলভূক্ত কয়েকজন সদস্যমাত্র। আর ভূলত্রুটি মানুষের জন্ম থেকেই তার পিছু নিয়েছে। তবে চেষ্টা করা হয়েছে যথাসাধ্য ভূল থেকে বাঁচার জন্য।

তারপরও কিছুটা থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। বরং না থাকাটাই আশ্চর্যের। বিধায় অজ্ঞাত ভূলের জন্য বিনীতভাবে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করার দরখাস্ত করছি। আর বিজ্ঞ ও সুহৃদ পাঠকের নজরে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা জানানোর অনুরোধ রইল এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতিও রইল।

আল্লাহ্ তাআলা সকলের চেষ্টা-শ্রম কবুল করুন, উত্তম প্রতিদান দিন। সবাইকে ইহলৌকিক-পারলৌকিক কল্যাণ দান করুন। আমীন॥

বিনয়াবনত

তারিখঃ ১৫ই আগষ্ট, ২০০৬ ইং

নগন্য তালিবুল ইল্‌ম-

**আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন ইয়াকুবী**

মুতাআল্লিম, জামিয়া ইসলামিয়া লালমাটিয়া

মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

---

হুফ্‌ফাজ ভবন, ঝাটুরদিয়া, নগরকান্দা, ফরিদপুর।

www.almodina.com

أولئك الذين امتحن الله قلبوبهم للتقوى

❖ আল্লাহ্ তাআলা তাক্বওয়া ও ঈমানের জন্য তাদের অন্তরের পরীক্ষা গ্রহন করেছেন। -সূরায়ে হুজুরাত

رضى الله عنهم ورضوا عنه

❖ আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি-সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও তাঁর প্রতি-সন্তুষ্ট হয়েছে। -সূরায়ে তাওবা

اصحابى كالنجوم فبأيهم إقتديتم إهتديتم

❖ আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্রের মত। তোমরা তাদের যে কারো অনুকরণ করলে, সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। আল-হাদীস

www.almodina.com

## লেখকের অন্যান্য বই

- ❖ একটি সংক্ষিপ্ত সফর।
- ❖ মাদারিসে ক্বওমিয়া।
- ❖ জীবিকা উপার্জন ও ইসলাম।
- ❖ আলোর সন্ধানে- সম্পাদিত।
- ❖ আকাবিরে দেওবন্দ- যন্ত্রস্থ।
- ❖ আহওয়ালুল মুসান্নিফীন ফী নাজরাতিন- যন্ত্রস্থ।

www.almodina.com

# ঈমানী শক্তি

তুমুল লড়াই চলছে। উত্তপ্ত রনাঙ্গন। একদিকে লড়ে যাচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য নিবেদিত প্রাণ অকুতভয়ী একদল মুসলিম সেনা। অপর দিকে অন্যায় ও তাগুতি সফলতার আশায় আপন আপন ঝান্ডাতলে শক্তি ব্যয় করে যাচ্ছে বৃহদাকার একটি কুফরী শক্তি। প্রথম দলের লক্ষ- উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর রেজামন্দি অর্জন। কারণ, আজকের এই দিনে আল্লাহর দরবারে নিজের যিন্দেগী নজরানা পেশ করতে পারলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছুই নেই। জীবনের

শেষ বিন্দুটুকু উৎসর্গ করে শহীদের কাতারে শামিল হতে পারলে তার চেয়ে বড় সাফল্য আর হতেই পারে না। অপর দিকে কুফুরী সম্প্রদায়ের গন্তব্য হচ্ছে কিছু পার্থিব সুবিধা অর্জন, অন্যায়ভাবে মুসলিম নিধন করে স্রষ্টা মনোনিত জীবন ব্যবস্থা 'দ্বীনে ইসলামের' ধ্বংস সাধন। উভয় দলই মানসিকভাবে বজ্রকঠিন, আপোষহীন, যে কোন ত্যাগ বিসর্জন দিতে পূর্ণ প্রস্তুত। সবার টার্গেট বিজয়ের মালা। সফলতাই সকলের আশা। উভয় দলের আত্মশপথ- "প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব আজ নিঃশেষ করতেই হবে। পরাজয়ের গ্লানি দিয়ে আজ তাদের সমাধি রচনা করতে হবে"।

এরই মধ্যে রনাঙ্গন ভীষন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই মারমূখী। চকচকে তরবারীতে সূর্যের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়ে চোখ ঝলসে দেয়ার উপক্রম। তরবারীর আওতায় যে যাকে পাচ্ছে তারই যবনিকাপাত ঘটাচ্ছে। মুসলিম সেনাদের মাঝে নবী জামাতা আলী ইবনে আবু তালেবও আছেন। তার বীরত্ব, সাহসিকতা, আপোষহীনতা, সবারই জানা। তার নাম শুনলেই কাফেরদের তনুমন কেঁপে উঠে। রনাঙ্গনে তার ভূমিকা উল্লেখ করার মত। বীরদর্পে কাফেরদেরকে কচু কাটার মত কাটতে লাগলেন। তার পাল্লায় কেউ পড়লেই হল, তার কিস্সা খতম। আলী তার দূর্বার অভিযান নিয়ে ময়দানের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে লাগলেন। বেশী দূর যেতে হল না। সামনেই পড়ল এক ইয়াহুদী। যে আল্লাহ্ সম্পর্কে বেয়াদবী ও অশালীন বাক্যবানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। মহানবীর ব্যাপারে কটুক্তি করেছে। গালমন্দ করেছে। অশ্লীল শব্দে গালিগালাজ করেছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষে তার রয়েছে কুটিল চক্রান্তের এক প্রশস্ত হাত। সবচেয়ে বড় কথা সে রাসুলকে ভীষন গালিগালাজ করে। তাকে দেখা মাত্রই আলীর গাত্রদাহ আরম্ভ হয়ে গেল। আলীর ঈমানী শক্তি, তাওহীদী আভিজাত্য উথলে উঠল। নবীপ্রেম তাকে অস্থির ও অধৈর্য করে তুলল। হ্যাঁ, আলী বিলম্ব করতে পারলেন না। প্রথম দেখাতেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যস, ইয়াহুদী ততক্ষনে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। মাটিতে ধরাশায়ী করে আলী তার বুকচাপা দিয়ে তার উপর বসলেন। ইয়াহুদী নিরুপায়, অসহায়। আলীর কবজায় বন্দী। আলীর ইচ্ছার পুতুল। ইয়াহুদী মৃত্যু

ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এখন বাকী শুধু তার গলায় তরবারী চালিয়ে দেয়া। নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনে ইয়াহুদী বেপরোয়া হয়ে উঠল। অবশেষে আলীর চেহারা মোবারকে থূথূ নিক্ষেপ করল। কারন, 'যে ব্যক্তির সামনে মৃত্যুর দুয়ার উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, সে কোন কাজ করতে দ্বিধা বোধ করে না'। আলীর মূখ ছড়িয়ে গেছে ইয়াহুদীর বিশ্রী থুথুতে।

প্রিয় পাঠক! আলীর স্থানে তুমি হলে কি করতে? নিশ্চয় হাতের তরবারী দিয়ে অনতিবিলম্বে দেহ থেকে মাথা পৃথক করে দিতে! শিরচ্ছেদ করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে!

আলীর জন্যেও এমনটি করার কথা ছিল। এক আঘাতে শিরচ্ছেদ করাই সময়ের দাবী ছিল। কিন্তু আলী ইবনে আবু তালেব পৃথিবীর ইতিহাস পাল্টে অবাক করে দিলেন। কিয়ামত অবধি গোটা মানব সম্প্রদায়কে হতবাক করে দিলেন। ইয়াহুদী আলীর মুখমন্ডলে থুথু নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তার বক্ষ হতে সরে দাড়ালেন আলী। ইয়াহুদী এখন মুক্ত। কিন্তু ইয়াহুদী বিশ্বাস করতে পারছিল না। যেখানে তার মাথা দ্বিখন্ডিত হয়ে রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার কথা সেখানে সে দিব্বি স্বাধীনতার নিঃশ্বাস ফেলছে। ইয়াহুদী বিস্মিত। ভীষন বিস্মিত। আশ্চর্য তাকে নির্বাক করে তুলেছে।

চিন্তার অথৈ সাগরে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আলী কি আমার প্রতি দয়া করেছে?

হতেই পারে না। নাকি আরো ভয়ংকর কোন পদ্ধতির প্রস্তুতি নিচ্ছে? না, সে আর স্থির থাকতে পারল না। রহস্য উদঘাটনের জন্য আলীকে জিজ্ঞেস করল-"আপনি যদি কাফের হওয়ার অপরাধে আমাকে হত্যা করতে চান, আপনাদের নবী ও খোদা সম্পর্কে কটুক্তি করার দায়ে যদি আমার শিরোচ্ছেদ করতে চান, তবে থু থু মারার পর আমাকে মুক্ত করে দিলেন কেন? অথচ সময় ও বিজ্ঞতার দাবী হল - আমাকে মুহূর্তকাল ও অবকাশ না দেয়া। আত্মমর্যাদা বোধের দাবি হল এক নিঃশ্বাসের সুযোগও না দেওয়া । কিন্তু আপনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন। পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে কালক্ষেপনের সুযোগ দিলেন।

অথচ আপনাকে থুথু নিক্ষেপের ফলে আমার কুফুরী অবশ্যই দুরিভূত হয়নি। পূর্ব অভ্যাসও বিদায় নেয়নি, বরং বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল'।

ইয়াহুদীর প্রশ্নে আলী জবাব দিলেন। অত্যন্ত আত্মসচেতনার সাথে, পূর্ণ বিজ্ঞতার সাথে বললেন-"সত্যি তোমার কদর্য আচরনের পর তোমাকে মুক্ত করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিস্ময়কর। ভীষন আশ্চর্যকর। কিন্তু আমি মুমিন, রাসূলের সান্যিধ্যপ্রাপ্ত সহচর। মুমিনের মনজিলে মাকসুদ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন, আর তোমাকে হত্যা করায় আল্লাহ ও রাসুলের রেজামন্দি ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তুমি যখন আমার চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছ তখন আমার মধ্যে ক্রোধের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। প্রতিশোধের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সবকিছু ছারখার করে দেয়ার উপক্রম হয়েছে। তোমাকে হত্যার পিছনে ঈমানী চেতনার পাশাপাশি প্রবৃত্তির তাড়নাও অংশ নিয়েছে। বিধায় এখন তোমাকে হত্যা করলে তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হবে না, শুধুমাত্র নবী প্রেমের দাবী আদায় হবে না, বরং নফসানিয়্যাত ও প্রবৃত্তির চাহিদারও একটি বিরাট অংশ থাকবে। মনোবৃত্তির অংশীদারীত্ব এসে যাবে। আমি চাইনা, প্রবৃত্তির পূঁজা করে স্বীয় কষ্টার্জিত পূন্যময় কর্মকে বরবাদ করে দিতে। আমি চাইনা, মনোবৃত্তিকে অংশ দিয়ে বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে লজ্জিত অবয়বে, রিক্ত হস্তে দন্ডায়মান হতে। তাই তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। এখন আমার মনের চাহিদা দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। একমাত্র আল্লাহ ও রাসুলের উদ্দেশ্যে তোমাকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়েছি। তুমিও আবার প্রস্তুত হও আমার সাথে লড়তে....."।

আলীর বীরোচিত নিষ্ঠাপূর্ণ কথাগুলো ইয়াহুদীর কর্নভেদ করে সরাসরি অন্তরে প্রবেশ করল। আল্লাহর পথে নিবেদিত এ সৈনিকের অজাগতিক বক্তব্য তার অন্তরে গভীর রেখাপাত করল। সত্য ও সততার হাতল অনাবরত কড়াঘাত করে চলল। ইয়াহুদীর অন্তর খুলে গেল। খোলা চোখের দৃষ্টিতে সত্য-মিথ্যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে-'ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। ইসলামই কেবল সঠিক পথ, মুক্তি ও চির সাফল্যের আশ্রয়। ইহকাল ও পরকালিন শান্তির নিকেতন। যে ইসলাম মানুষকে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনে আত্মবিসর্জন দিতে শেখায়, প্রবৃত্তির অনুসরনকে ধিক্কার দেয় সেটাই সত্য ধর্ম'। ইয়াহুদী আর স্থির থাকতে পারল না। নিজের হস্তদ্বয় আলীর উদ্দেশ্যে প্রসারিত করে দিল। গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও আন্তরিকতার সাথে তার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল-

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসুল"

# আযানের সূচনা

হিজরতের গোড়ার দিকের কথা। ঐশী সাহায্যের উপর ভর করে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে ইসলামের পবিত্র অগ্রযাত্রা। কুফরীর নারকীয় ফেৎনাগুলো অবনত মস্তকে যমীন থেকে ছিটকে পড়ছে নূরানী এ কাফেলার যথাযথ উপস্থিতিতে। শির্কের ময়লায় জংধরা মানুষের হৃদয়গুলো কালেমা পড়ে তাহারাত লাভ করছে। মহানবী সা. ও সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত অবিরাম প্রচেষ্টায়, অনবরত মেহনতে, সকাল-সন্ধার পরিশ্রমে, দিবা-রাত্রির মুজাহাদায় একজন, দু'জন, দশজন, বারোজন, এভাবে দলে দলে, গোত্রে গোত্রে লোকেরা ইসলাম কবুল করতে লাগল। হেদায়েতের শীতল সুহবতে, নূরানী ছায়ায় আসতে লাগল। পাশাপাশি বিশ্ব প্রতিপালকের মনোনীত একমাত্র দীন 'ইসলাম'ও গুটি গুটি কদম ফেলে, হাটি হাটি পা পা করে এগুতে লাগল, সুদুর প্রসারী গন্তব্যের পথে; ব্যাপকতা বাড়ল; দিগ-দিগন্তে প্রসারিত হতে লাগল।

www.almodina.com

ইসলাম বিশ্বাসী এখন অনেক বড় জামাত। অসংখ্য লোকের সমাগম এখানে। অগণিত মানুষের সমাগম এখানে। সাধারণ গণনার সীমা অতিক্রম করে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হচ্ছে। রাসূল সা., এই সাহাবীদের দেখাশোনা করেন। তাদের পুষ্প কাননে 'এলাহী বাণী'র অজাগতিক পানি ঢালেন, হেদায়েতের কথা শোনান, ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ দেখান। চিরস্থায়ী ও অমর জীবনের শান্তির সুসংবাদ দেন। তাদের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত করেন, ব্যাখ্যা করেন। কখনও ইবাদতে মশগুল হন। সময়মত সম্মিলিতভাবে বেহেস্তী পরিবেশে মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। দৈনিক পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত নিয়মে নামাজ আদায় করেন রাসূলে আরাবীর নেতৃত্বে। কিন্তু ইদানিং সমস্যা দেখা দিল, বিভিন্ন সময় অনেক অনেক সাহাবীকে নিয়ে। কখন জামাত অনুষ্ঠিত হচ্ছে-তার সময়-সূচি না জানার কারণে কখনও কখনও কোন কোন সাহাবী পিছনে পড়ে যেতে লাগলেন। এছাড়া যাদের বসতি মসজিদে নববী থেকে একটু দূরে তাদের সমস্যাতো আরো প্রকট। আবার সকলের মনেরই একান্ত বাসনা রাসূলের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবেন। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে তা সম্ভব? সবাইকে যার যার বাড়ীতে গিয়ে ডেকে এনে? ঘরে ঘরে নামাজের জন্য হাক ডাক দিয়ে? না, তা সম্ভব নয়। সাহাবীদের এই নতুন সমস্যা রাসূলে আরাবীর সন্ধানী ও সচেতন দৃষ্টি এড়াল না। এ সময় তিনি একত্রে জামাতসহ নামাজ আদায় করার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন এবং পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন।

পরামর্শ! জরুরী পরামর্শ! সৃষ্ট সমস্যার সমাধানের জন্য সুন্দর ও সুষ্ঠ প্রতিকারের জন্য অতীব জরুরী পরামর্শের ডাক দিলেন রাসূল সা.।

মজমা বসল একদল খোদায়ী চেতনায় উজ্জীবিত মানুষের, সফলতার তামান্নায় আশান্বিত এক গুচ্ছ কোমল হৃদয়ের। বসলেন মুহাজির এবং মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা আনসারী সাহাবীগনের অনেকেই। অত্যন্ত আদব-ইহ্তিরামের সাথে রাসূলের চার পার্শ্বে ঘিরে বসলেন সাহাবীগণ। সবাই রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন একটি

সমাধানের জন্য। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি ছোট হলেও বাস্তবে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

উপস্থাপিত হল মূল বিষয়। কিভাবে সকল সাহাবী একত্রে নামাজ আদায় করবেন। পরামর্শ চাওয়া হল সবার কাছে। এবার অভিমত ব্যক্ত করার পালা। প্রথমে এক সাহাবী বললেন- 'নির্দিষ্ট সময়ে পতাকা উত্তোলন করে সবাইকে অবহিত করা যেতে পারে। আমরা সেই পতাকা উত্তলিত দেখলে একে অপরকে নামাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিব। এভাবে সবাই পরস্পরকে জানিয়ে দিবে'। কিন্তু রাসূলের মনপুত হল না। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরেক সাহাবী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন- 'নামাজের সময় হলে শিঙ্গা বাজিয়ে ধ্বনি দেয়া যেতে পারে। আওয়াজ শুনে সবাই মসজিদে সমবেত হবে'। পালাক্রমে প্রস্তাব উত্থাপনের এক পর্যায়ে আরেক সাহবী বললেন- 'নির্ধারিত সময় মত ঘন্টা পেটানো যেতে পারে। ঘন্টার ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হলে সকলে নামাজের জন্য প্রস্তুতি নিবে'। এভাবে আরো একজন বললেন- 'নামাজের সময় বিশাল আকারে আগুন জ্বালিয়ে আহবান করা যেতে পারে'।

আরো অনেকে এধরণের বহু অভিমত ব্যক্ত করলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে রাসূল সা. সেগুলো গ্রহণ করলেন না। কেননা, শিঙ্গা ধ্বনি দেয়া ইয়াহুদীদের রীতি। ঘন্টা ধ্বনি দেয়া খৃষ্টানদের নীতি। ঘন্টা সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট দৃষ্টি ভঙ্গি হচ্ছে-

الجرس مزامير الشيطان

"ঘন্টা শয়তানের বাঁশি"।

এছাড়া পতাকা উত্তোলন করার পর কর্ম ব্যস্ততার দরুন তার কথা স্মরণ নাও থাকতে পারে। স্মরণ না থাকলে পতাকা-ই বা কে দেখবে আর অপরকে কে বলবে এবং অগ্নি প্রজ্জলনও ইয়াহুদীদের ও রীতি। এতে সমস্যা আরো বেশী। শিরকী আকীদার উদভাবনও এর থেকে। মোটকথা, প্রস্তাবিত বিষয়ের সবগুলোই অমুসলিম ও বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচার। আর এ ব্যাপারে রাসূলের দ্ব্যর্থহীন ঘোষনা হচ্ছে–

من تشبه بقوم فهو منهم

"যে, যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে সেজাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে"।

অতএব, মুসলমান কখনও ভিন্ন জাতির অনুসারী হতে পারে না। তাদের সৃষ্ট রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারে না। কেননা, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যা অতুলনীয়, অনুপম। যা হোক বিবিধ কারণে এগুলো গৃহীত হল না। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সম্ভব হল না বরং কোনরূপ ফায়সালা ছাড়াই সেদিনের মত সাহাবীগণ যে যার বাড়ীতে প্রস্থান করলেন।

পরদিন সকাল। সূর্যের উপস্থিতিতে পৃথিবী উদ্ভাসিত হল। প্রত্যুষেই এক সাহাবী রাসূলে আরাবী সা. এর দরবারে হাজির হলেন। রাসূলের একান্ত সহচর, খুব ঘনিষ্ঠ সাহাবী। রাসূলের প্রায় মজলিসেই উপস্থিত থাকেন। রাসূলের চিন্তায় চিন্তিত হন। সর্বদা রাসূলের পাশে থাকেন। সাহাবীর নাম-আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী। তিনি গতকালের অমিমাংসিত বিষয়টি নিয়ে খুব পেরেশান ছিলেন। সেই চিন্তা, সেই পেরেশানী লালন করেই নিদ্রায় গিয়েছিলেন। সকালবেলা দরবারে এসে বিনীত কণ্ঠে আরজ করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাতে স্বপ্নযোগে একলোকের সাক্ষাৎ পেলাম, লোকটির গায়ে গাড় সবুজ রঙ্গের দুটি চাদর। সবুজ চাদরে সারা দেহ সম্পূর্ন আবৃত। লোকটি একটি দেয়ালের উপর ভর করে দন্ডায়মান। তার হাতে 'নাকুছ' নামীয় একটি উন্নত বাদ্যযন্ত্র শোভা পাচ্ছে। বাদ্যটির আওয়াজ অনেক সুউচ্চ। বাদ্যযন্ত্রটি দেখে আমি ভীষন অভিভূত হলাম, আশ্চর্যান্বিত হলাম। আমার খুব ভাল লাগল এবং পছন্দও হল ভীষন। সাথে সাথে মনে পড়ল নামাজের সময় সাহাবীদের একত্রিত করার জন্য চলমান সমস্যার কথা। তাই লোকটির কাছে আমি আবদার করে বললাম-ভাই! 'আপনি আপনার বাদ্যযন্ত্রটি বিক্রি করবেন? তাহলে আমি উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে কিনে নিব'। লোকটি জিজ্ঞেস

করলেন-কি করবেন আপনি এ দিয়ে? আমি বললাম- 'নামাজের সময় আওয়াজ দিয়ে সবাইকে ডাকবো, মুসল্লিদেরকে একত্রিত করার কাজে ব্যবহার করব'।

আমার প্রস্তাবের প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি কি চান না যে, আমি আপনাকে এর থেকেও সুন্দর একটি বস্তু উপহার দেই'? লোকটির কথায় আমি খুব প্রভাবিত হলাম। আশান্বিত হলাম। লোভাতুর কণ্ঠে আমি বললাম- 'নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি এর চেয়েও ভাল কিছু কামনা করছি'। অতঃপর লোকটি স্থির কণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে পূর্ণ দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা সহ কল্যাণকামী সূরে বললেন- "নামাজের সময় হলে সবাইকে ডাকার জন্য সুউচ্চ কণ্ঠে আপনি বলবেন-

আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

এই সাহাবী তার স্বপ্নের কথা বিবরণ দেয়ার সময় গোটা মজমায় নীরবতা বিরাজ করছিল। অতিশয় আশ্চর্যে উপস্থিতদের মাঝে কবরের নীরবতা বিরাজ করছিল। বিস্ময়ে কারো মুখে কথা ফুটছিল না।

এতক্ষণ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী তার স্বপ্নের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম শুনছিলেন।

সাথে সাথে রাসূল সা.ও কিছুই বলেননি। শুধু শ্রবণ করে যাচ্ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদের বলা শেষ। এবার জল্‌সার মধ্যমনি হযরত মহানবী সা. মুখ খুললেন। সশব্দে আন্দোলিত হল রাসূলের ঠোঁট মোবারক, তিনি স্বপ্নের সত্যায়ন করে বললেন-

"এটি একটি সত্য স্বপ্ন। খোদাপ্রদত্ত শিক্ষা, যা অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। অতএব, তুমি বেলাল কে নিয়ে দাড়াও। বেলালের আওয়াজ অনেক উঁচু ও সুললিত। তুমি স্বপ্নে যা শিখেছ তা বেলালকে শিখাও, সে এগুলো শিখে নিয়মিত আযান দিবে"।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ রাসূলের আদেশ পালন করলেন। স্বপ্নে

শিখা আযানের কালেমাগুলো রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত বেলালকে শিখিয়ে দিলেন। বেলালও তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, তার ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত করে আযান দিলেন। বিশিষ্ট সাহাবী ইসলামের ২য় খলীফা হযরত উমর রা. তখন বাড়ীতে ছিলেন। উমরের বাড়ি মসজিদে নববীর খুব কাছে। একেবারেই নিকটে। তিনি বাড়ি থেকে আব্দুল্লাহ ও বেলাল উভয়ের কণ্ঠ শুনতে পেলেন। প্রতিধ্বনিত শব্দগুলো তার খুব পরিচিত মনে হল। তিনি সারুন হয়ে উঠলেন। আমিতো এ স্বপ্নই দেখেছিলাম! একদন্ডও বিলম্ব করলেন না। অপ্রস্তুত ভাবেই দৌড় দিলেন। চাদরের অর্ধেক গায়ে দিয়ে, বাকী অর্ধেক ঠিক করতে করতে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন। একেবারে রাসূলে আরাবীর দরবারে হাজির হলেন এবং ব্যতি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সত্ত্বা আপনাকে সত্য ধর্ম সহ প্রেরন করেছেন সেই সত্ত্বার কসম আমি হুবহু এই স্বপ্নই দেখেছি .....।

উমরের কথা শুনে সবাই একে অপরের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময় ও নীরবতা ভেঙ্গে রাসূল সা. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন, কৃতজ্ঞতা জানালেন, তার কুদরতের তা'রিফ করে বললেন- "লিল্লাহিল হাম্‌দ"- "যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই"।

এরপর থেকে মসজিদে নববী সহ ইসলামী জগতের সমস্ত মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সুললিত-সুমধুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হওয়া আরম্ভ হয় এই অপার্থিব আমন্ত্রন। আজো পাঞ্জে গানা নামাজের সময় মুয়ায্‌যিনের কণ্ঠে শোনা যায় আযানের সেই সুমধুর ধ্বনি, ঐশী বাণী।

## ফেরেশ্‌তাদের আড়ম্বর আয়োজন

ইসলামের প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর রা. এর সোনালী শাসনামল। বেশ কিছুদিন যাবৎ মদীনায় ভয়াবহ দূর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। দূর্ভিক্ষ ক্রমাগত দীর্ঘায়িত হচ্ছে। যেন অনেক পূর্বের ইউসুফ আ. এর সময়কার ভয়াবহ দূর্ভিক্ষের পূনরাবৃত্তি বরং একদিক দিয়ে তার চেয়েও গুরুতর। কারণ সে সময় পূর্ব প্রস্তুতি ছিল। এখন অবস্থা তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তখন আগাম সতর্কবাণী ছিল, এখন নেই। প্রস্তুতিহীন অকস্মাৎ দূর্ভিক্ষ। ফলে বিপুল সংখ্যক লোক মারা যাচ্ছে। চারদিকে খাদ্যের অভাব, টাকা-পয়সা, অর্থ-কড়িও তখন অচল-অকার্যকর। কোন মূল্যেই খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরে ঘরে নেমে এসেছে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা। সেকি করুণ অবস্থা। দিকে দিকে ক্ষুধার জ্বালায় নিষ্পাপ শিশুর আর্তচিৎকারে পৃথিবীর আকাশ-বাতাশ ভারী হয়ে উঠেছে। গৃহকর্তারা পেরেশান, সবাই কিংকর্তব্য বিমূঢ়।

www.almodina.com

এমনি করুণ মূহুর্তে হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল, 'দানবীর হযরত উসমান রা. এর খাদ্যবাহী উটের বহর মদীনায় আসছে। উটের সংখ্যাও কম নয়। এক হাজার উটের বিশাল বহর। সবগুলোতে খাদ্য বোঝাই, আহার্য্যে ভরপুর। সবার অন্তরে আশার দ্যুতি উকি মারল। খুশীর আলো জ্বলে উঠল। প্রত্যাশার প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই সান্ত্বনা বোধ করল যে, বিত্তবান, দানবীর উসমান আমাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করবেন না। অনাহারীদের মুখে অবশ্যই একটু অন্য তুলে দিবেন। খাদ্য পেয়ে সবাই তার জন্য দোয়া করবে। প্রাণ খুলে কল্যাণ প্রার্থনা করবে। কিন্তু পরক্ষণই এই আশঙ্কায় সবাই হতাশ হয়ে পড়ল যে, এগুলোতো তার ব্যবসার জন্য আনা হচ্ছে। তিনি কি এগুলো দানের জন্য ব্যয় করবেন? আশা ও আশংকা এ দু'য়ের মাঝে সকলে চূড়ান্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলো। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি করেন তিনি?

অন্যদিকে হযরত উসমানের খাদ্যবাহী তেজারতী কাফেলার আগমনের বার্তা পেয়ে সকল ব্যবসায়ী নিজেদের তেজারতি পণ্য জোগাতে তার পিছু নিল। মূহুর্তের জন্যও তার পিছু ছাড়ল না। সবাই প্রচুর টাকার বিনিময়ে তা খরিদ করার বাসনা প্রকাশ করল। এখন তাঁর সামনে দু'টি পথ। প্রচুর অর্থ লাভ করা অথবা দানের মাধ্যমে মানুষের দোয়া ও বিপুল সওয়াব অর্জন করা। সিদ্ধান্তের পূর্ণভার, সম্পূর্ণ অধিকার হযরত উসমানের রা. হাতে। হ্যাঁ, হযরত উসমান রা. বিপুল অর্থকে তুচ্ছ করে খোদার সন্তুষ্টির জন্য দ্বিতীয়টিই বেছে নিলেন। সমূদয় খাদ্য অম্লান বদনে মদীনাবাসীদের মাঝে অকাতরে বন্টন করে বললেন- "মুসলমানরা মরছে, আর আমি খাদ্য বিক্রি করে লাভবান হব, বিপুল মুনাফা অর্জন করব, এরকম কলংকজনক কাজ অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি সমস্ত খাদ্য মদীনাবাসীদেরকে দিয়ে দিলাম"।

লোকেরা দুঃসময়ে খাদ্য পেয়ে তো মহাখুশী, সবার মুখে হাসির উজ্জ্বল দ্যুতি ফুটে উঠল। সকলে তাঁর এই মহান দানে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। প্রাণ খুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলো।

আল্লাহর কি আশ্চর্য মহিমা! কি অদ্ভুদ ব্যাপার! রাসূলের চাচাত ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ঐ দিন রাতেই মহানবী সা.কে স্বপ্নে নূরের পোষাকে আবৃত অবস্থায় দেখলেন। ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। রাসূলের একান্ত সহচর ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাসূল সা.কে কাছে পেয়ে ভক্তি ও আবেগভরা কণ্ঠে বললেন- হযরত! আমি আপনার সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ দিন থেকে ভীষণ উদগ্রীব হয়ে আছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে মহানবী সা. বললেন- "আল্লাহ তায়ালা উসমানের আজকের দান কবুল করেছেন। উসমানের সহানুভূতি ও সহমর্তিতায় খুশী হয়েছেন। এ মহান দানের বিনিময়ে জান্নাতে আড়ম্বর ও জাকজমকপূর্ণ একটি প্রাসাদ তাঁর জন্য বরাদ্ধ করেছেন। কেবল এখানেই শেষ নয়, জান্নাতী নববধুর সাথে উসমানের শুভ বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে। আল্লাহর ফেরেশতগণ এ মোবারক বিবাহের আয়োজন নিয়ে এখন মহাব্যস্ত। আমি সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যাচ্ছি"।

# কে শ্রেষ্ঠ?

হুসাইন ইবনে আলী। নবী তনয়া ফাতেমার 'কনিষ্ট পুত্র'। নবী জামাতা আলীর 'নয়নশীতলকারী'। তার চেয়ে বড় কথা সে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, নবুওয়াত ধারাবাহিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত রাসূলে আরাবী সা. এর কলিজার টুকরা প্রানপ্রিয় দৌহিত্র'। হাসি-খুশি সদা চঞ্চল। অন্তকরন যেন তারুন্যের বর্ষনে পরিশোধিত। বয়সে ছোট হলেও গোটামাথা যেন বর্ষীয়ানদের অভিজ্ঞতা, আর জ্ঞানীদের বিস্তীর্ণ প্রজ্ঞায় ভরপুর। দেখতে ছোট হলেও অভিনব কৌশল আর সীমাহীন দূরদর্শিতায় ভরপুর। রাসূল তাকে খুব ভালবাসেন। অন্তরের গভীর থেকে ভালবাসেন। হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে আগলে রাখেন। সর্বদা কাছে রাখতে চান। শিশু হুসাইন ও নানার কাছে খুব আনন্দ ও পুলক অনুভব করেন। অবিরত শান্তি ও

www.almodina.com

সীমাহীন প্রশান্তি লাভ করেন, সুযোগ পেলেই রাসুলের সাথে খেলা জুড়ে দেন। রাসুল সা.ও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন না। তার খেলাধুলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন না। বরং তার বাসনা মোতাবেক তাকে সংগ দেন। তার কামনা অনুযায়ী তাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা দেন।

একদিনের ঘটনা। হুসাইন ইবনে আলী তার নানা মহানবীর সাথে খেলা করছিলেন। খেলার এক পর্যায়ে রাসুল সা. হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন। বলোতো কে বড় তুমি না আমি?

রাসূল সা. হুসাইনকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। জটিল প্রশ্নের সম্মুখীণ করে ফেললেন। কিন্তু হুসাইনের সামান্য একটুও বিলম্ব হল না। প্রশ্নের সাথে সাথেই জবাব দিলেন। রাসূলকে বিস্ময়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললেন, নানাজী! আমি আপনার তুলনায় অনেক বড়! রাসূলে আরাবী বিস্মিত হলেন। সীমাহীন আশ্চান্বিত হলেন। সহজভাবে বললেন, আশ্চর্য কথা! তুমি আমার থেকে বড়! এটা আবার কিভাবে? দৌহিত্র হুসাইন এবার উত্তর দিতে শুরু করলেন। প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন রেখে জিজ্ঞেস করলেন। নানা! বলুন তো আপনার পিতার নাম কি? রাসুল সা. শান্তভাবে জবাব দিলেন-আমার পিতার নাম আব্দুল্লাহ। হুসাইনের কচি কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল। 'আব্দুল্লাহ'! তিনি তো একজন সাধারন মানুষ। আর আমার পিতা হলেন আসাদুল্লাহিল গালিব অর্থাৎ সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী বীর আল্লাহর সিংহ। যার হুংকারে শত্রুদের অন্তর কেঁপে উঠে। যার গর্জন, শত্রু শিবিরে শংকা ও ভয়ের বন্যা প্রবাহিত করে। মহানবী সা. খুব প্রভাবিত হলেন। এতটুকু শিশু বলে কি!

হুসাইনের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ নানাজী ! এবার বলুন তো আপনার মায়ের নাম কি? মহানবী সা. এবার ও কথার অনুসরণ করলেন। মুচকি হেঁসে বললেন-'আমার মায়ের নাম' আমেনা।

রাসুলের উত্তর শেষ হলে হুসাইন বললেন-আপনার মা, এই আমেনা পর্যন্তই শেষ। আর আমার মা হচ্ছেন, জান্নাতী নারীদের সরদার ফাতেমাতুজ্জাহরা! আমার মায়ের মত মা কি আপনি পেয়েছেন? রাসুলের মুখে কোন কথা ফুটল না। সম্পূর্ণ 'নীরব' হয়ে শুধু অপলক নেত্রে আদরের নাতি হুসাইনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হুসাইনের পরবর্তী প্রশ্নঃ নানাজী! আরো একটি প্রশ্ন করবো কি? রাসুলে আরাবী সা. নিদারুন উৎসাহে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে বললেন-হ্যাঁ হ্যাঁ বল। যত ইচ্ছে প্রশ্ন কর। হুসাইন খুব খুশি। সে এটাই চাচ্ছিল। আজ সে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করেই ক্ষান্ত হবে। হুসাইন এবার জিজ্ঞেস করলেন-নানাজী! এবার বলুন তো দেখি, আপনার নানার নাম কি? মহানবী সা. বললেন-'আমার নানার নাম আব্দুল ওয়াহ্হাব। রাসুলের উত্তর শেষ হলে হুসাইন বললেন। আব্দুল ওয়াহ্হাব নামের ব্যক্তিকে কয়জন চিনে? আরবের লোকজনই তো ভাল করে চিনে না। আপনি কি আমার নানার মত নানা পেয়েছেন? আমার নানা কে, আপনি জানেন কি? আমার নানাকে পৃথিবীর সবাই চিনে। আমার নানার মর্যাদার কথা দুনিয়ার সবাই জানে। আমার নানা হচ্ছেন সাইয়্যেদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, আশরাফুল আস্ফিয়া ওয়া রাহাতুল লিল আলামীন, বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সা.। বলুন তাহলে কে শ্রেষ্ঠ হল? মর্যাদা ও সম্মানে কে বড় হল? মহানবী সা. স্বীয় নাতি হুসাইনের প্রখর বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হলেন। হুসাইনের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বার্তায় ভীষন বিস্মিত ও বিমোহিত হলেন। ভালবাসা আর আদর দিয়ে উজ্জীবিত করে রাখলেন হুসাইনকে। স্নেহ-মমতার বাহু বন্ধন চেপে ধরলেন। অস্ফুট ও ক্ষীন স্বরে রাসুলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হল- "আমি আজ তোমার কাছে হেরে গেলাম। তুমিই শ্রেষ্ঠ! তুমিই বড়!"

# বিনিয়োগ ছাড়া বাণিজ্য

ছোট্ট পরিবার। মাত্র চার সদস্যের আবাস। আলী, ফাতেমা ও তাদের আদরের দুলাল হাসান, হোসাইন রা.। নবী জামাতা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব এ পরিবারের গৃহকর্তা। তাঁর উপার্জনই গৃহের ভরন পোষনের উৎস। আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন যেমন ফায়সালা হয় তাতেই সবাই সন্তুষ্ট থাকেন। যেমন ব্যবস্থাই হোক কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ায় কোন ত্রুটি বা কাপর্ণ্য নেই। অনাহারে সময় কাটলেও ধৈর্য ধারণ বৈ কারও কোন অভিযোগ নেই। এভাবে বেশ ভালই যাচ্ছিল এ পরিবারের দিনকাল। স্বাচ্ছন্দেই অতীত হচ্ছিল সবার সময়-সপ্তাহ। কিন্তু না, কিছু দিন যাবৎ সে স্বাচ্ছন্দ আর নেই। নিতান্তই কষ্টের ভেতর কাটছে তাদের দিবস-রজনী। কোন স্বাচ্ছন্দই আর অবশিষ্ট নেই।

www.almodina.com

দূর্ভিক্ষ নেমে এসেছে, ঘরে খাবার নেই, খাবার কেনার টাকাও নেই। অনাহারে সবাই জর্জরিত। আহার্য্যহীনতায় সকলে ক্লিষ্ট। নবী দৌহিত্র-কিশোর হাসান, হোসাইন তো মুর্ছা যাওয়ার মত।

গভীরভাবে চিন্তা করলেন হযরত আলী। ভাবলেন ফাতেমাও। কিন্তু কোন উপায়ান্তর পেলেন না কেউই। বেশী দুশ্চিন্তা হল হাসান হোসাইনকে নিয়ে। আহা! ছেলেদের কি অবস্থা, উজ্জ্বল মুখের সেই দীপ্তি যেন মিলিয়ে গেছে। সদা হাস্যোজ্জল অবয়বে আসন করে নিয়েছে কৃষ্ণ বর্ণ। হাসান হোসাইনের অবস্থা দেখে তাদের হৃদয় গভীরে বেদনার কাটা বিঁধল। নিরুপায় হয়ে নবী তনয়া ফাতেমা স্বীয় ব্যবহারের একটি চাদর বের করলেন। তুলে দিলেন আলীর হাতে। বিনয় ও অনুরোধ মাখা কণ্ঠে আরয করলেন- যান, এ চাদরটি বাজারে বিক্রি করে বিনিময়ে কিছু খাবার খরিদ করে নিয়ে আসুন। প্রসারিত হস্তে আলী চাদরটি গ্রহণ করলেন। তাঁর অন্তরে ভাবনার ঝড় বয়ে গেল। আক্ষেপের ঢেউ উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হল। ওহ্! যেখানে ফাতেমাকে আমার দেয়া, অনিবার্য কর্তব্য সেখানে তাঁর ব্যবহারের চাদরটি বিক্রি করে পরিবারের খরচ বহন করতে হচ্ছে! কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চোখে লোনা পানির বেদনাশ্রু টলমল করল। বহু কষ্টে তা গোপন করে নিলেন। চাদরটি নিয়ে রওয়ানা হলেন। আলীর বাড়ী থেকে বাজার বেশী দূরে নয়। আবার একেবারে কাছেও নয়। হাটতে হাটতে চলে গেলেন সেখানে। অনেকের সাথে আলীও প্রবেশ করলেন বাজারে। বিভিন্ন সামগ্রীর সারি সারি দোকান-পাট। অনেক মানুষের আনাগোনা। জনতার উপচে পড়া ভীড়। গুণে অনুমান করা মুশকিল। কেউ কেনাকাটা করছে। কেউ বিক্রি করছে। আবার কেউ এমনিতেই ঘুরছে।

অনেক ক্রেতার ভীড়ে আলী একজনের সাথে কথা বললেন। কথা পাকাপাকি হল। তাঁর কাছে বিক্রিও করলেন চাদরটি। বিনিময়ে পেলেন ছয় দিরহাম। আলীর মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। খুশিতে

অশ্রুসজল হল। দিরহামগুলো দিয়ে ঝটপট রুচিসম্মত কিছু খাবার কিনলেন। সমস্ত কাজ শেষ, এবার যাবার পালা। বাড়ীর পথ ধরে হেটে চললেন আলী। হাটতে হাটতে পরিবারের কথা ভাবলেন। মনে পড়ল আদরের সন্তান, নয়নমনি হাসান, হুসাইনের কথা। তাদের কষ্টের কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে কেঁদে উঠলেন। চোখে পানি এসে গেল। অশ্রুসজল নয়নে, ভারাক্রান্ত মনে আলী রা. হাটতে লাগলেন। গন্তব্য পথে এগিয়ে চললেন। খাবারগুলো সাথেই রয়েছে। আরো আছে চুর্ণ-ভগ্ন একখানা হৃদয়। যে হৃদয়ে ভালবাসার কোন অন্ত নেই, সহমর্মিতার কোন শেষ নেই। স্নেহ-মমতার কোন কমতি নেই। হাতে সামান্য খাবার কিন্তু অন্তরে আকাশের উদারতা। চোখে মুখে সাগরের মমতা জোয়ার।

আলী হেটে যাচ্ছেন কিন্তু তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে শুধু হাসান, হোসাইনের মুখে কখন একটু অকৃত্রিম হাসি দেখবেন। এরই মধ্যে একজনের কণ্ঠে বিনয় ও নম্রতার সূরে প্রতিধ্বনিত হল- 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমাকে কিছু দান করুন'। মায়াবী তার চেহারা। শিষ্ট শালীন তার ব্যবহার। আলীর খুব করুণা হল। আহা! বেচারা কতদিন যাবৎ খেতে পাচ্ছে না। আলী এখন উভয় সংকটে। একদিকে হাসান, হোসাইন, ফাতেমা। অন্যদিকে লোকটির করুণ চাহনী। একদিকে পরিবার, অন্যদিকে বিশাল সওয়াব ও পূণ্য। না, আলী খুব বেশী চিন্তা করলেন না। পরিবারের অবস্থা আল্লাহর হাতে অর্পন করলেন। হাতে রক্ষিত সমূদয় খাবার তাকেই দিয়ে দিলেন। মনের অবস্থা ছিল তখন খুব স্বাভাবিক, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। তবে পুত্রদ্বয় হাসান, হোসাইনের কথা মনে পড়ল বার বার। কল্পনার দোলনায় দুলতে দুলতে আবার রওয়ানা দিলেন। বাড়ীতে গিয়ে কি বলবেন- এই চিন্তাই তাকে তাড়া করল খুব বেশী।

যে পথ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন সে পথটি তাঁর পরিচিত। এখান দিয়ে যারা চলাফেরা করে, গমনাগমন করে তাদের খুব কমই তার

অপরিচিত। প্রায় সবাইকেই তিনি চিনেন। হঠাৎ দূর থেকে এক মানবমূর্তি এ পথ ধরেই এগিয়ে আসছে। দ্রুত তার গতি। হাতে বড় মোটাতাজা একটি উট শোভা পাচ্ছে। পরিশ্রমের কোন কাজ হয়ত উটটি দিয়ে করানো হয়নি। তাই সারা গায়ে একটি দাগও লাগেনি। দর্শনীয় একটি জন্তু। উটটি নিয়ে লোকটি আসতে আসতে আলীর খুব কাছে এসে গেল। আরব্য বেদুইন। এর আগে আলী কখনো তাকে দেখেননি এ পথে। আশপাশের তো নয়ই, ধারে কাছেরও কেউ নয়। দূরের কেউ হবে অর্থাৎ আলীর অপরিচিত। বিধায় সালাম বিনিময় করে পাশ কেটে যাবেন, এটাই তার ইচ্ছা। কিন্তু না, লোকটি তাকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হল। যেন আলীর সাথেই কথা বলতে চাচ্ছে। হ্যাঁ, একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। আলীও দাঁড়ালেন। সামনা সামনি হবার পর আগন্তুক লোকটি তাঁর উটটির প্রতি ইঙ্গিত করে আলীকে জিজ্ঞেস করল- আলী! কিনবেন? একশ দিরহামে বিক্রি করবো। লোকটির প্রস্তাব আলীকে বিস্মিত করল, সীমাহীন আশ্চর্যান্বিত করল। যার কাছে এক দিরহামও পুঁজি নেই সে একশ দিরহাম দিয়ে উট কিনবে কি করে? 'এতো বামন হয়ে চাঁদে হাত দেয়ার মত'।

কি উত্তর দিবেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ভাষাহীন নীরবতায় ডুবে গেলেন। আলীর অবস্থা দেখে, নীরবতা দেখে লোকটির কারণ বুঝতে বাকী রইল না- কেন আলী রা. চুপচাপ নীরব রয়েছেন? তাই আগবাড়িয়ে বললেন- আপনার কাছে নগদ টাকা না থাকলে, পরে পরিশোধ করলেও হবে। আলী ভাবলেন, লোকটির আগ্রহের কথা চিন্তা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বাকীতে ক্রয় করে উট নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অনেক দূর চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর আরেক মনীষীর সাক্ষাত হল। তাকেও চিনেন না। তাই সালাম বিনিময় করে চলে যাবেন, এটাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু না, তা হল না। লোকটি আলীর দিকেই এগিয়ে এল। একেবারে কাছাকাছি চলে এলো। হ্যাঁ, এখন উভয়ে কথা বলছে। ভাই! আপনি কি উটটি

বিক্রি করবেন? একশত ষাট দিরহাম পরিশোধ করতে আমি প্রস্তুত। কথাবার্তা পাকাপাকি করে লোকটি উট নিয়ে চলে গেল। আলীও একশ ষাট দিরহাম নিয়ে বাড়ীর পথে রওয়ানা হলেন। হাটতে হাটতে ভাবতে লাগলেন আজ হচ্ছেটা কি? যেখানে ছিল না তার কাছে এক টাকাও এখন তার কাছে একশত ষাট দিরহাম। ভেবে কোন কুল কিনারা পেলেন না। এরই মধ্যে হঠাৎ সেই উট বিক্রেতা প্রথম লোকটির দেখা। আলীর আশ্চর্যের সীমা রইল না। নীরব-নির্বাক। লোকটি একেবারে মুখোমুখি হয়ে কুশল বিনিময় করে তার পাওনা টাকা চাইল। উট বিক্রির একশত টাকা। আলীও বিলম্ব করলেন না। পাওনা বাবদ একশত টাকা দিয়ে দিলেন। সামান্য সময়ের বাণিজ্যে এখন তার কাছে ষাট টাকা।

লোকটি বিদায় হবার পর হাটতে হাটতে বাড়ী চলে এলেন। আলীর হাতে এত টাকা দেখে ফাতেমা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সামান্য চাদর বিক্রিতে তো এত টাকা আসার কথা নয়। তাহলে কোত্থেকে এল? বিস্মিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এতো টাকা কোথায় পেলেন? জবাবে আলী বললেন "আমি আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেছি। বিনিময়ে আমার ষাট দিরহাম লাভ হয়েছে"। কিন্তু ফাতেমা কিছুই বুঝতে পারলেন না। আলীর জবাবে তার বিস্ময় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলল। অবস্থা দেখে আলীও বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সবিস্তারে ঘটনাটি খুলে বললেন ফাতেমাকে। সবশুনে ফাতেমা র. কোন কথাই বলতে পারলেন না। অবশ্য সিদ্ধান্ত হল উভয়ে রাসূলে আরাবীর দরবারে উপস্থিত হবেন এবং তার কাছে এই রহস্যময় ঘটনার বিবরণ দিবেন।

হ্যাঁ, কথামত আলী ও ফাতেমা র. রাসূলের খেদমতে হাজির হলেন। বিনয় ও নম্রতার সাথে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সবশুনে রাসূল সা. মৃদু হাসলেন। সশব্দে আন্দোলিত হল পবিত্র যবান মোবারক। 'রহস্যের চাদর' উম্মোচন করে বল্লেন-

"উট বিক্রেতা ছিলেন-জিব্রাঈল আ. ক্রেতা ছিলেন- মিকাঈল আ. আর যে উটটি বেচাকেনা হয়েছে, তা কেয়ামতের দিন ফাতেমার বাহন হবে"।

# ইনসাফের আদালত

নীরব। আদালত কক্ষ সর্ম্পূণ নীরব। কোথাও ধ্বনি-প্রতিধ্বনি নেই। এইত কিছুক্ষন হল উপস্থিত হয়েছেন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালিব রা.। তিনি সমস্ত মুসলিম জাহানের সম্রাট। আরব বিশ্বের ক্ষমতাধিপতি। এসেছেন তারই অধীনস্ত কর্মকর্তা বিচারপতি কাজী শুরাইহ এর আদালতে। এসেছেন একটি বিচার প্রার্থনা নিয়ে। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন। বিচার পূর্ব কার্যক্রমও শেষ হয়েছে। বিচারপতি কাজী শুরাইহ এজলাসে আরোহন করেছেন। বাদী ও বিবাদীরা তাদের নির্ধারিত বেঞ্চে পূর্ব থেকেই উপস্থিত রয়েছেন। হ্যাঁ, বাদীর বেঞ্চে রয়েছেন স্বয়ং আলী রা. অপর দিকে বিবাদীর বেঞ্চে রয়েছেন একজন ইয়াহুদী। আলীর সাথে রয়েছেন তার ঔরসজাত

www.almodina.com

জ্যেষ্ঠপুত্র রাসুলে আরাবীর প্রিয়তম দৌহিত্র হযরত হাসান ইবনে আলী এবং আলীর আজাদকৃত দাস কুম্বার। বাদী পক্ষে তিনজন এবং বিবাদীসহ মোট চারজনকে কেন্দ্র করে শুরু হল বিচার কার্যক্রম।

নিয়ম অনুযায়ী কাজী শুরাইহ্ কথা শুরু করলেন। তার কণ্ঠে কোন ভাব-প্রভাবের ছাপ মনে হল না। তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের অধিপতি আমীরুল মুমিনীনের দায়েরকৃত মামলার বিচার করতে শুরু করেছেন-"এতে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া মনে হল না। প্রভাবিত বলেও অনুভূত হল না। তিনি যেন তার আদর্শের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। ইনসাফ ও ন্যায় পরায়নতার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। আপন স্বকীয়তার উপর অটল-অবিচল। মিথ্যার দাপট তাকে কখনই অস্থির করে তুলতে পারবেনা তা যতই শক্তিশালী হোক। অসত্যের পর্বত তাকে বিন্দুমাত্র তটস্থ করতে পারবে না, তা যতই বিশাল হোক। সেই আস্থা, সেই বিশ্বাস ও আদর্শকে ভিত্তি করে অত্যন্ত ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন মামলার বাদী আলী রা. কে "বলুন! কি উদ্দেশ্যে বিচারের শরণাপন্য হয়েছেন?

আলী রা. জবাব দিলেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন-আমার একটি লৌহবর্ম চুরি হয়েছে। আমার সেই হারিয়ে যাওয়া লৌহ বর্মটি এই ইয়াহুদীর কাছে দেখতে পাচ্ছি। আমি তাকে বলেছিলাম। কিন্তু সে আমার দাবী সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করছে। লৌহবর্মটি নিজের বলে মিথ্যা দাবী করছে। আপনি এর একটি যথাযথ ও সুষ্ঠ সমাধান করুন। আলীর কথা শেষ হল। বিচারপতি কাজী শুরাইহ এবার বিবাদী ইয়াহুদীকে জিজ্ঞস করলেন-"আলীর বক্তব্যের ব্যাপারে তোমার কি অভিমত? ইয়াহুদী জবাব দিল। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল-"হতেই পারে না। আলী আমার ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করছে। এটা আমার লৌহবর্ম এবং আমার কাছেই রয়েছে"।

বিচারপতি কাজী শুরাইহ্ বিপাকে। বাদী-বিবাদী সম্পূর্ণ বিপরীতমূখী দুই মেরুতে অবস্থান নিয়েছে। উভয়ই আপন আপন দাবীতে অনড়। স্বীয় বক্তব্যে অটল-অবিচল। কি করবেন বিচারক। হ্যাঁ, তাকে খুব বেশী চিন্তিত হতে হলনা। কারণ, রাসুলের দেয়া বিচার বিধান তো তার জানাই আছে। এধরনের অবস্থায় রাসুলের নির্দেশ রয়েছে-

البينة على المدعى و اليمين على من انكر

"বাদীর কর্তব্য তার দাবীর স্বপক্ষে প্রমান/সাক্ষী উপস্থাপন করা। আর তার অপারগতায় বিবাদীর কর্তব্য শপথবাক্য উচ্চারণ করে আপন দাবী পূণর্ব্যক্ত করা"।

সূতরাং আর দেরী কেন? বিজ্ঞ বিচারক কাজী শুরাইহের প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় প্রতিধবনিত হল-হে আলী! আপনার দাবীর স্বপক্ষে দুজন সাক্ষী উপস্থাপন করুন। যাদের সত্যনিষ্ঠতা, সর্বজন স্বীকৃত। সাথে সাথে তারা সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্কও বটে।

বাদী আলী বিজ্ঞ বিচারক কাজী শুরাইহের নির্দেশনা অনুসরণ করলেন। মনে মনে খুশিও হলেন। কারণ, লৌহ বর্মটি তারই এব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। অন্য দিকে তার দুজন সত্যনিষ্ঠ সাক্ষীও রয়েছে। তাদের একজন রাসুলে আরাবীর প্রানাধিক প্রিয় দৌহিত্র হাসান ইবনে আলী রা.। অন্যজন আমীরুল মুমিনীন আলী রা. এর আযাদকৃত দাস কুম্বার। সুতরাং বিলম্বের কোন কারণ নেই। সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আলী রা. স্বীয়পুত্র হাসান ও আযাদকৃত দাস কুমবারকে বিচারকের সামনে উপস্থাপন করলেন। তাদের প্রত্যেকেই আলীর দাবীর প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সত্যায়ন করল। কিন্তু না, তাদের সাক্ষ্য প্রদানে কোন সমাধান হল না। সাক্ষীদের সত্যনিষ্ঠতা, মস্তিস্কের সুস্থতা, পূর্ণ বয়স, সবকিছু ঠিক থাকলেও সমস্যা হল অন্য জায়গায়।

বিচারক শুরাইহ আলীর পক্ষে তাদের সাক্ষী গ্রহন করলেন না। কারণ, তার দৃষ্টিতে পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্যের কোন বিধান নেই। সেই দৃষ্টি কোন থেকে আলীর পক্ষে হাসানের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়। আর হাসান ব্যতিরেকে শুধু কুমবারের দ্বারা সাক্ষীর কোটা পূর্ণ হয় না। সবকিছূ বিচার বিশ্লেষণ করে বিচারক শুরাইহ আলীর উদ্দেশ্যে বললেন– "আপনার দাসের সাক্ষ্য আমি গ্রহন করতে পারি। কারণ, সে এখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে, আযাদীর মালা পরিধান করেছে। কিন্তু আপনার পূত্রের সাক্ষ্য আপনার পক্ষে গ্রহন করতে পারিনা। কারণ, এতে একদিকে যেমন বিশৃংখলার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য দিকে মানুষের অহেতুক ধারণা প্রসূত মিথ্যা অপবাদের একটি প্রশস্ত পথও রয়েছে। ফলে বিচার বিভাগের প্রতি সাধারন জনতার অনিবার্য শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হবে। তাই আপনি হাসান ব্যতীত অন্য কাউকে সাক্ষ্যি হিসেবে পেশ করুন।

হ্যাঁ, সমস্যা এখানেই। আলীর নিশ্চিত জানা, লৌহবর্মটি তারই। কিন্তু এই মুহূর্তে হাসান ও কুমবার ছাড়া তার অন্য কোন সাক্ষী নেই। আলী অক্ষম, অপারগ। আলী তার অক্ষমতা প্রকাশের পর বিচারপতি কাজী শুরাইহ এবার ইয়াহুদীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন আবার। কিন্তু ইয়াহুদী লোকটি তার দাবীতে অটল। সর্বশেষ বিচারপতি তাকে কসম করতে বললেন। এ জাতীয় সমস্যায় বাদীর সাক্ষী উপস্থাপনে অপারগতার ক্ষেত্রে বিবাদীকে কসম করতে বলাই হচ্ছে সমাধানের সর্বশেষ পদ্ধতি। বিচারপতি তাই করলেন। আর ইয়াহুদী তো মনে মনে তাই চাচ্ছিল। সে ভীষণ খূশি। সীমাহীন আনন্দিত। হৃদয়ের উচ্ছাস, মনের প্রফুল্লতা নিয়ে অত্যন্ত স্বতঃস্ফুর্ত কণ্ঠে বলল-"আমি কসম করে বলছি, আমি আমার দাবীতে সত্যবাদী।

আলীর কথা সঠিক নয়। লৌহবর্মটি তাঁর নয় বরং এটি আমারই লৌহবম"।

ব্যস, শেষ। বিচার কার্য শেষ। আদালতের মহামান্য বিজ্ঞ বিচারক কাজী শুরাইহ তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বললেন-"লৌহ বর্মটি ইয়াহুদীর" মালিকানাধীন বলেই প্রমাণিত। কারণ আলী তার সাক্ষী উপস্থাপনে অপারগ। অন্যদিকে ইয়াহুদী শপথ করে তার দাবীতে অটল"

আলীর মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হল না। ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি হেতু সামান্যতম মলিনতাও ফুটে উঠল না।

তিনি মহামান্য আদালত ও বিচারপতির প্রতি পূর্ন শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু অপরদিকে ইয়াহুদীর চেহারায়ও কোন বিজয়ের হাসি ফুটল না । সফলতার কোন নিদর্শন প্রস্ফুটিত হল না। কাংখিত বিজয়ী হাসির স্থান দখল করে নিয়েছে একরাশ চিন্তা। সাফল্যের খুশির জায়গায় আসন করে নিয়েছে, 'এক আসমান ভাবনা'। গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল ইয়াহুদী, কতগুলো প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুলছে।

আমীরুল মুমিনীন আলী! সমস্ত মুসলিম জাহানের অধিপতি। আরব বিশ্বের অভিভাবক। কাজী শুরাইহ তারই নিয়োগকৃত একজন বিচারপতি মাত্র। আলী ইচ্ছা করলে বিচারপতিকে রাজসিংহাসনে ডেকে পাঠাতে পারতেন। ইচ্ছা করলে বিশেষ ক্ষমতা বলে লৌহবর্মটি তার বলে একক সিদ্ধান্ত দিতে পারতেন। বৈধ/অবৈধতার প্রশ্ন নয়। সমীচীন/অসমীচীন এর প্রসংগও নয়। সাধারণভাবে তার এ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু আলী তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করেননি। প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। কোন অসংকোচ তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। রাজ সিংহাসনের ক্ষমতা ও তার সত্যের পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। তিনি আমার সাথে তারই নিয়োগকৃত বিচারপতি-কাজী

শুরাইহের মহামান্য আদালতে গমন করেছেন! আবার বিচারপতি তার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন! অথচ তিনি আগের মতই শান্ত! সশ্রদ্ধ মনে এটাকে মেনে নিয়েছেন! এ ব্যাপারগুলো ইয়াহুদী লোকটিকে অস্থির করে তুলল। সম্পূর্ণ ব্যাকুল করে তুলল। সে আর স্থির থাকতে পারল না। সত্য-মিথ্যার আবরন তার থেকে উঠে গেল। নিজের অজান্তে মূখ থেকে বের হল-আলী! আপনিই সত্যবাদী। আমার দাবী নিছক বানোয়াট ও অসত্য বৈ কিছুই নয়। হে আমীরুল মুমিনীন! এই বর্ম আপনার। একদিন আমি আপনার পিছনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আপনার ধূসর বর্ণের উটের উপর থেকে এই বর্মটি নিচে পড়ে যায়। তখন আমি বর্মটি উঠিয়ে নিয়েছিলাম।

জেনে নিন, আল্লাহর কসম করে বলছি। আজ থেকে লৌহবর্ম আপনারই এবং আমিও আপনার। ইয়াহুদীর অন্তর থেকে কুফরীর অন্ধকার দূরীভুত হল। শির্কের কদর্য 'তাহারত' লাভ করল। ঈমানের ঝলমল প্রদীপ জ্বলে উঠল। অন্তকরণে লুকায়িত একত্ববাদের একান্ত কনিকাটি জেগে উঠল। আলীর হাতে হাত রেখে ক্ষীন স্বরে বলল-

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ সা. আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।"

ইয়াহুদী লোকটি এখন একজন একনিষ্ঠ মুসলমান। লৌহবর্মটি ইতি মধ্যে আলীর হাতে হস্তান্তর করে দিয়েছে। আলীর মনে খুশির ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে। অনাবিল আনন্দে, সীমাহীন খুশিতে তার নয়ন যুগল শ্রাবনের ধারা বর্ষন করছে। যেন সাত রাজার ধনজয় করেছে। এ খুশি লৌহবর্ম পাওয়ার নয়। বরং তার মাধ্যমে একটি লোক সত্যের পথে আসায়, জাহান্নামের রাস্তা থেকে জান্নাতের বাগিচায় আসায়, বিপদ-সংকুল ঘাটি থেকে সাফল্যের বর্নাঢ্য আসরে অংশ গ্রহন করায়,

কুফর পরিহার করে ইসলাম গ্রহন করায় আলীর এত খুশি, এত আনন্দ, এত হাসি।

হ্যাঁ, অন্য দিকে আলী লৌহবর্মটি রাখলেন না। বরং বললেন, তুমি মুসলমান। মুসলিম বাহিনীর একজন সেনা সদস্য। আর আমি তোমাদের নিয়োজিত নগন্য খাদেম ও সেনাপতি। সমরোপকরন সরবরাহ করা আমার দায়িত্ব। তাই এই লৌহবর্মও নাও এবং একটি ঘোড়াও নিয়ো। কারণ, শুধু লৌহবর্ম দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। বর্ম ও অশ্ব আজ থেকে তোমার কাছেই শোভা পাবে"।

প্রিয় পাঠক! এই সেই ইয়াহুদী, যে শত্রু থেকে বন্ধুতে পরিণত হয়। ক্ষতি সাধনকারী থেকে হিতাকাংখীতে রূপান্তরিত হয়। আবাসে প্রবাসে আলীকে ছায়ার মত অনুসরন করতে থাকে। যেখানেই আলী সেখানেই এই লোক। আলীর সমস্ত যুদ্ধেই তার অংশ গ্রহন অনিবার্য। সর্বশেষে আলীর নেতৃত্বে সংগঠিত ইতিহাস খ্যাত যুদ্ধাভিযান 'জঙ্গে সিফফীনে' আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

# রাসূল সা. যখন মুকতাদী

নবম হিজরীর কথা। ভীষন দূর্ভিক্ষের বছর। ভীষন খাদ্যাভাবের বছর। সীমাহীন কষ্টের সময়, বর্ণনাতীত বিপদের সময়। মুসলমানদের দুর্দিন। একদিকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, অন্যদিকে গ্রীষ্মের প্রচন্ড রৌদ্রতাপ। অসহনীয় গরম। উত্তপ্ত প্রকৃতি। ঠিক সেই মূহুর্তে রোমের খৃষ্টানরা মদীনা আক্রমনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হল। পারিপাশ্বিক সকল উপকরনের ব্যবস্থা করে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিল। রাসূলের কাছে সংবাদ পৌছল। তিনি জানতে পারলেন তাদের গতি-বিধির সবকিছু। পূর্ণ অবগতির পর 'সময় ও বিজ্ঞতার দাবী' মোতাবেক একজন সুদক্ষ

সমরনায়ক হিসেবে তিনিও দৃঢ় সংকল্প করলেন। অনতিবিলম্বে খুব তাড়াতাড়িই তাবুক আক্রমন করার চিন্তা করলেন। শত্রু বাহিনীর পূর্বেই তাবুক পৌছে তাদের মোকাবেলা করবেন।

কিন্তু তাবুক আক্রমনের জন্য প্রচুর সৈন্যের প্রয়োজন। অনেক যোদ্ধার প্রয়োজন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আবশ্যক পর্যাপ্ত অস্ত্র-সস্ত্র, আবশ্যক যথেষ্ট পরিমান মাল-সম্পদ। তাবুক আক্রমন সফল হবার জন্য প্রচুর সৈন্য সংগ্রহের কোনই বিকল্প নেই। বহু যোদ্ধা একত্র করার কোন বিকল্প নেই। পর্যাপ্ত অস্ত্র-সস্ত্র, প্রয়োজনীয় সমর উপকরনের ব্যবস্থা না করে তাবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কোন সুযোগ নেই। যথেষ্ট পরিমান মাল-সম্পদ সঙ্গে না নিয়ে সফরে বের হবার কোন পথ নেই। এক্ষেত্রে প্রচুর সৈন্যের দাবী, পর্যাপ্ত অস্ত্র-সস্ত্রের চেয়ে কম জরুরী নয়। পর্যাপ্ত অস্ত্র-সস্ত্রের প্রয়োজন, প্রচুর সৈন্য সংগ্রহের দাবীর তুলনায় দূর্বল নয়। সফল আক্রমনের জন্য একদিকে প্রয়োজন অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত অগনিত জনবল, অন্যদিকে অত্যাবশ্যক প্রচুর মালামাল, পর্যাপ্ত সমর উপকরন। কারণ, রোমকরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি, রণসামগ্রীর প্রস্তুতিতে ব্যাপক, সাথে সাথে সফরও অনেক দীর্ঘ, বেশ কয়েকদিনের। 'জিহাদী ফান্ডে'র তহবিল ছিল খুবই সামান্য। এছাড়া সফরের বাহনের পরিমাণও একেবারে অল্প। যারপরনাই সামান্য। এই সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হবার কোনই মানে হয় না।

তাই রাসূলে আরাবী সা. আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে উপদেশ দিলেন। দানের প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন, উৎসাহ জোগালেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের আহবানে সাড়া দিলেন। মুসলমানগণ রাসূলের প্রস্তাবে 'লাব্বাইক' বললেন। একে একে সকলেই সাধ্যানুযায়ী জিহাদী ফান্ডে শরীক হলেন। হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. যুদ্ধের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের ব্যবস্থা করলেন। সমর উপকরনে সুসজ্জিত করলেন, সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত করে তুললেন যুদ্ধের জন্য। 'জিহাদী ফান্ডে' উদারহস্তে দান করলেন-

এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রার বিশাল অংক। এভাবে সবাই বিভিন্নভাবে অংশ নিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. রাসূলের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী, একান্ত সহচর। সর্বক্ষণ রাসূলের পাশে থাকেন। ছায়ার মত রাসূলকে অনুসরণ করেন। রাসূলের যাবতীয় আদেশ পালন করেন। সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকেন। জিহাদী তহবিল গঠনের ধারাবাহিকতায় তিনিও বসে থাকলেন না। দানশীলদের তালিকা থেকে পিছিয়ে রইলেন না। দাতাগোষ্ঠীর একেবারে শীর্ষদেশেই দেখা গেল তাকে। উপরের দিকেই শোনা গেল তার নাম। তিনি একশত আউন্স/৫০ পাউন্ড স্বর্ণ দান করলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফের এই মহান দানে সবাই বিস্মিত হলেন। বিস্মিত হলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.ও। ভীষন আশ্চর্যে তিনি বললেন, আব্দুর রহমানতো অন্যায় কাজের শিকার হয়ে যাচ্ছেন। কারণ, সে তার পরিবারের জন্য কিছুই রেখে আসেনি। পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা ও তাদের ভরন পোষনের ব্যবস্থা করাও পুরুষের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব, অলংঘনীয় কর্তব্য। উমরের উত্থাপিত প্রশ্নে রাসূল সা. আব্দুর রহমান ইবনে আউফের দিকে তাকালেন। কোমল সূরে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি তোমার পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ? স্থির ও দৃঢ়তার সাথে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জবাব দিলেন। স্পষ্ট ভাষায় বললেন- হ্যাঁ, আমি যা ব্যয় করেছি, তার চেয়ে অধিক পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে রাসুল সা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি রেখেছ? কতটুকু রেখেছ? উত্তরে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন- 'আল্লাহ তাআলা ও তার মনোনীত রাসূল সা. দানের বিনিময়ে যে রিজিক, যে আহার্য্য, যে কল্যাণ এবং যে প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি তাই রেখে এসেছি। নিঃসন্দেহে এর চেয়ে উন্নত কিছু দুনিয়ার বুকে হওয়া সম্ভব নয়। এর চেয়ে ভাল কিছু কল্পনা করা সম্ভব নয়'। আব্দুর রহমানের স্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ জবাবে সবাই বিস্মিত হলেন, হতবাক হলেন। উমর রা. নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। সমস্ত ব্যবস্থাপনা পরিপূর্ণ। রাসূলে আরাবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী তাবুকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। যাত্রা করল সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র জামাত। অনবরত পরিশ্রম ও দূর্বার গতিতে পথ চলার পর মুসলমানরা তাবুক পৌঁছে গেলেন। রাসূলের তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কেরাম তাবুক উপস্থিত হলেন। তাবুকের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করলেন। বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করলেন। যে মর্যাদার অধিকারী অন্য কেউ হতে পারেনি। যে সম্মানের আসনে অন্য কেউ অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। চল, আব্দুর রহমানের সেই ঘটনাটিই শোনা যাক এখন।

নামাজের সময় সমাগত। সবাই প্রস্তুত। রাসূলের নেতৃত্বে জামাত অনুষ্ঠিত হবে। সকলেই পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সারি বদ্ধ হয়ে আছে। ঠিক তখনই ঘটে গেল এক অবাক কান্ড। জামাত তৈয়ার অথচ রাসূলে আরাবী সা. উপস্থিত নেই। মুসলমানরা হতবুদ্ধি হলেন। কি করবেন ভেবে কোন উপায়ন্তর পেলেন না। উপস্থিত সকলে কেবল এদিক ওদিক তাকালেন। সবার মাঝেই এক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, একটি জিজ্ঞাসা বারংবার উত্থাপিত হচ্ছে- এখন কে আমাদের নামাজ পড়াবেন? কে আমাদের ইমাম হবেন?

হ্যাঁ, সর্বশেষে এ মহান গুরুদায়িত্ব এসে আরোপিত হল আব্দুর রহমানের স্কন্ধে। এ মহান কর্তব্য অর্পিত হল আব্দুর রহমানের দায়িত্বে। রাসূলের অনুপস্থিতে তিনিই নামাজের ইমাম মনোনীত হলেন, সবার সরদার নির্বাচিত হলেন এবং সবাইকে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে নামাজ আরম্ভ করলেন। প্রথম রাকাত এখনও সম্পন্ন হয়নি, ততক্ষণে রাসূল সা. এসে উপস্থিত। রাসূলে আরাবী সা. একেবারে আব্দুর রহমানের কাছে চলে এলেন। সদ্য মনোনীত ইমাম আব্দুর রহমানও রাসূলের উপস্থিতি অনুধাবন করলেন। রাসূলের সামনে নামাজ পড়াতে ইতস্তভবোধ করলেন এবং পিছনে চলে আসতে চাইলেন। কিন্তু রাসূল সা. পূর্ণ আদেশের সুরে নির্দেশ করলেন- 'তুমি স্বস্থানে দাড়িয়ে থাক।

পিছনে আসার কোনই প্রয়োজন নেই'। অতঃপর এক রকম বাধ্য হয়েই লোকদেরকে নিয়ে তিনি নামাজ পড়ালেন। রাসূল সা.ও তার পিছনে নামাজ আদায় করলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. পেলেন, সারা জাহানের সরদার হযরত রাসূলে কারীম সা. এর ইমাম হওয়ার মহান মর্যাদা। রাসূলে আরাবীর ইমাম হওয়ার চেয়েও কি কোন উঁচু মর্যাদা হতে পারে? রাসূলের নামাজে নেতৃত্ব দেয়ার চেয়েও কোন উচ্চ সম্মান কল্পনা করা যেতে পারে? না...না, কখনই না। রাসূলের সাহাবী আব্দুর রহমানই ছিলেন এ মর্যাদার যথাযোগ্য ব্যক্তি। তিনিই ছিলেন এ সম্মানের যোগ্যতম মানব প্রার্থী।

## নগদ প্রাপ্তি

.....উম্মে সালামা! হে উম্মে সালামা! কোথায় তুমি? এদিকে আস, খুব দ্রুত আস। আমি তোমাকে একটি উত্তম কথা শোনাব। রাসুলের একটি হাদীস শোনাবো..... এভাবে ডাকতে ডাকতে ঘরে প্রবেশ করলেন, উম্মে সালামার স্বামী আবু সালমা। কিছুটা ব্যাতি ব্যাস্ত এবং অধীর আগ্রহে ডাকলেন। ভিতর থেকে উম্মে সালামা বের হলেন। কি হল এভাবে ডাকাডাকি করছ কেন?

আবু সালামার কণ্ঠে আগের মতই ব্যস্ততা, আহা! তুমি দ্রুত আস। তোমাকে একটি হাদীস শোনাবো। একটি সুসংবাদ শোনাবো। উম্মে সালামা স্থির কণ্ঠে বললেন, বল দেখি কি শোনাবে তুমি। নিদারুন উৎসাহ, সীমাহীন আবেগ সহকারে বলতে শুরু করলেন-আজ রাসুলের দরবারে আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি এরশাদ করেছেন-

www.almodina.com

من استرجع عند المصيبة اجره الله فيها واخلف عليه خيرا

"যে ব্যক্তি বিপদাক্রান্ত হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে উক্ত বিপদে সাহায্য করবেন এবং বিপদের ক্ষতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করবেন"।

আবু সালামা সীমাহীন আগ্রহ সহকারে আরো বললেন, উম্মে সালামা! এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। একটি বড় সুসংবাদ। বিপদ আপদে মানুষ ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ রাসুলে আরাবীর শিক্ষা হল ইন্না লিল্লাহি..... রাজিউন পাঠ করা। পেরেশান ও চিন্তাক্লিষ্ট না হয়ে সহনশীলতার পথে অগ্রসর হওয়া। তাই তোমার প্রতি আমার পরামর্শ থাকবে-'যে কোন সমস্যায় রাসুলের একথাটি মনে রাখবে'। আবু সালামা তাঁর না বলা কথাগুলো শেষ করলেন।

উম্মে সালামা রাসুলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহিলা সাহাবীদের অন্যতম। রাসুলের প্রতি তার ছিল গভীর শ্রদ্ধাবোধ। নিবিড় ভালোবাসা। জীবনের সবক্ষেত্রেই তিনি রাসুলকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করেছেন। রাসুলের ছোট বড় সকল আদেশ- উপদেশ, সমস্ত পরামর্শ-নির্দেশনার প্রতি লক্ষ রেখে জীবন যাপন ছিল, তার সত্ত্বাগত অভ্যাস। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি বললেন-"অবশ্যই তাই করবো। বিপদের সময় রাসুলের এ নির্দেশ অনুযায়ী চলবো"। শেষ হল, আবু সালামা ও উম্মে সালামার পারস্পারিক কথা। সমাপ্ত হল তাদের 'ধর্মীয় মত বিনিময় ও সংলাপ'।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরের কথা, আবু সালামা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতিশয় রুগ্নতা তাকে সর্ম্পুণ দুর্বল ও ক্ষীন করে ফেলল। আবু সালামা আর আগের মত নেই। মৃত্যু শয্যায় শায়িত। স্ত্রী -পূত্র আত্মীয় স্বজন সবাই খুব চিন্তিত হলেন। চিকিৎসা চলতে থাকল।

সেবা-শুশ্রুষা চলতে থাকল। কিন্তু আবু সালামা আর সুস্থ হয়ে উঠলেন না। সুস্বাস্থ্যের স্বাদ আর ভাগ্যে জুটল না। কয়েকদিন অসুস্থ থেকে এনশ্বর জগতকে বিদায় জানালেন। অবিনশ্বর জীবনকে স্বাগত জানালেন। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরদিনের জন্য চোখবন্ধ করলেন। তিনি আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

উম্মে সালামার মাথায় যেন বিপদের বিশাল পর্বত ভেঙ্গে পড়ল। তার উপর মুসিবতের সবগুলো আকাশ ছিটকে পড়ল। তার কান দিয়ে নিজের আগে আবু সালামার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করবেন, নিজের চোখে আবু সালমার মৃতদেহ দেখবেন, এটা কখনো কল্পনা করেননি। চিন্তার আকাশেও কোন দিন উদয় হয়নি। কিন্তু না, এখন অধৈর্য হলে কোন লাভ হবে না। পেরেশান হবার কোন অর্থ নেই। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সব হয়েছে। এরই মধ্যে তার মনে পড়ল আবু সালামার শোনানো সেই হাদীসের কথা। একদিন অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আবু সালামা বলেছিলেন-

من استرجع عند المصيبة اجره الله فيها واخلف عليه خيرا

"যে ব্যাক্তি বিপদাক্রান্ত হয়ে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে উক্ত বিপদের ক্ষতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করবেন"।

তাই উম্মে সালামা বিলম্ব করলেন না। পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও পূর্ণ ইয়াক্বীন-বিশ্বাস সহকারে পাঠ করলেন- "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

উম্মে সালামা ধৈর্যের পথ অবলম্বন করলেন। সহনশীলতার পরিচয় দিলেন। কারণ,পুরস্কার ও সুসংবাদ তো ধৈর্যশীলদের জন্য-সহনশীলদের জন্য।

বন্ধুগণ! এর পর কি হয়েছে জানেন? তাহলে মনোযোগ সহাকারে শুনুন, বলছি পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ।

সদ্য প্রয়াত আবু সালামার পরিবারের কথা চিন্তা করে রাসুল সা. ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। আবু সালামার স্ত্রী উম্মে সালামা ও তাদের সন্তানদের সম্ভাব্য দুর্দশার কথা ভেবে যার পর নাই চিন্তিত হলেন।

মানবতার 'মুক্তি সনদ' মহানবী সা. এর নববী অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। রাসুলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। বিধবা উম্মে সালামার খোজ খবর নেয়ার জন্য উম্মে সালামার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন স্বয়ং রাসুলে আরাবী সা.। আবু সালামার ইয়াতীম সন্তানদের সংবাদ জানার জন্য আগমন করলেন স্বয়ং মহানবী সা.। বিধবা উম্মে সালামার সাথে কথা বললেন। বিস্তারিত সবকিছু জানলেন। পরিবারের সকলের খোজ খবর নিলেন। রাসুলের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। চিন্তিত হলেন অসহায় বিধবা উম্মে সালামার কথা ভেবে, তাঁর পিতৃহীন সন্তানদের কথা চিন্তা করে। সামগ্রিক চিন্তা করে মহানবী সা. সহযোগিতার প্রশস্ত হস্ত প্রসারিত করলেন। সহায়তার উদার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বিশ্ব ইতিহাসকে যা অবাক করে দিল। সৃষ্টির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রাসুলে আরাবী সা. শুধুমাত্র সহযোগিতা, সহায়তার জন্য বিধবা উম্মে সালামাকে স্বীয় সহধর্মীনী হবার প্রস্তাব করলেন। কেবল মাত্র বিধবার দুঃখ-কষ্ট মোচনের জন্য বিবাহ বন্ধনের আহবান জানালেন।

উম্মে সালামা হতবাক। সম্পূর্ণ হতচকিত। কোন কথা ফুটছে না তাঁর মুখে। 'সিদ্ধান্ত-ক্ষমতা' লোপ পেয়ে জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। পার হয়ে গেল দীর্ঘক্ষন। হ্যাঁ, লজ্জা-ভয় বিনয়-নম্রতার সংমিশ্রিত কণ্ঠে নববী দরবারে আরজ করলেন-

'হে আল্লাহর রাসূল'। আপনার সহধর্মীনী হবার কোন যোগ্যতা আমার নেই। আপনার গৃহে অবস্থানের কোন উপযোগিতা আমার

আদৌ নেই। আমি সাধারণ, আপনি সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট। আমি নরাধম, আপনি ধরাপৃষ্ঠের সর্বোত্তম। এতদ্ব্যতীত -

- আমি বয়স্কা।
- আমি বহুসন্তানের জননী, আমার অনেকগুলো সন্তান। আমার অন্যত্র বিবাহ হলে কে এদের লালন পালনের দায়িত্ব-ভার নিবে? কে এদের দিকে সদয় দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে? এরাতো পিতৃহীন, এরাতো অসহায়!
- এছাড়া আমার মেজাজ কড়া। আত্মমর্যাদাবোধ আমার বেশী। আপনার গৃহে আমার পদার্পণ হলে, আমি আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবো না। নববী দরবারে গেলে বেয়াদবী হবে। "বেয়াদবী অপেক্ষা অনুপস্থিতি শ্রেয়".....। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করলেন, সদ্য স্বামীহারা অসহায় বিধবা উম্মে সালামা। এবার দয়ার আধার রাসুলে আরাবী সা. মুখ খুললেন। ওষ্ঠদ্বয়ে মিষ্টি হাসির দ্যুতি চমকাচ্ছে। নববী বিজ্ঞতা খোদায়ী প্রজ্ঞায় সিদ্ধান্তের সুযোগ দিয়ে বললেন-'যদি তোমার এই তিন সমস্যার সমাধান হয় তাহলে তুমি কি করবে'?

  উম্মে সালামা এবার দ্বিধাহীন চিত্তে বলল হে আল্লাহর রাসুল! তাহলে তো আমি কেন, পৃথিবীর এমন কোন নারী নেই যে, আপনার সহাবস্থান পরিত্যাগের চিন্তা করবে। এবার রাসুলে আরাবীর পবিত্র কণ্ঠে সমাধানের ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হল। উম্মে সালামার উত্থাপিত সমস্যাগুলোর এক এক করে উত্তর দিয়ে বললেন।

- হে উম্মে সালামা! তোমার প্রথম অভিযোগ বয়সের। কিন্তু এতে দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। কারণ, আমিও তো বয়স্ক।

- তোমার দ্বিতীয় অসুবিধা-সন্তানের আধিক্য এবং তাদের লালন-পালন। হ্যাঁ, এটাতো কোন চিন্তার বিষয় নয়। কারণ, তোমার সন্তান আমার সন্তান। মা হিসেবে তোমার দায়িত্ব থাকলে পিতা হিসেবে আমার কর্তব্য আরও বেশী।
- তোমার তৃতীয় অসুবিধা মেজাজের। আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তায়ালা তোমার এ সমস্যা দূর করে দিবেন। উন্নত ও শান্ত প্রকৃতি দান করবেন। বল, উম্মে সালামা! এবার তোমার কি সিদ্ধান্ত?

উম্মে সালামা আর চুপ থাকলেন না। তার পক্ষে নীরবতার চাদরে আবরিত থাকা আর সম্ভব হল না। হৃদয়ের উষ্ণ আবেগ দিয়ে, গভীর আন্তরিকতা দিয়ে বলে উঠলেন-আমি রাজি..... ইয়া রাসুলাল্লাহ্! আমি রাজি। আমি আপনার একান্ত সান্নিধ্যে ধন্য হতে চাই।

কথা পাকাপাকি হল 'প্রস্তাবপর্ব' ও 'গ্রহনপর্ব' চূড়ান্ত হল এবং বিবাহও সম্পাদিত হল। উম্মে সালামা পেলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের সহধর্মিনী হবার মর্যাদা। পেলেন রাসুলে আরাবীর সা. স্ত্রী হবার মহাসম্মান। কিন্তু ভেবে পেলেন না কিভাবে এখানে পৌছালেন। চিন্তার অকুল জগতে হারিয়ে গেল। কি করে তারমত একজন অভাবী বয়স্কা বিধবা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আরাবী সা. স্ত্রী হিসেবে স্থান পেলেন? না, তেমন বিশেষ কিছুই নেই তার কাছে। হঠাৎ মনে পড়ল তার অনেক দিন আগের একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতি। মনে পড়ল আবু সালামার একটি কথা। আবু সালামা বলেছিলেন-

من استرجع عند المصيبة اجره الله فيها واخلف عليه خيرا

"যে ব্যাক্তি বিপদাক্রান্ত হয়ে ইন্না .....রাজিউন পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা উক্ত বিপদে সাহায্য করবেন এবং বিপদের ক্ষতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিনিময় দান করবেন"?

উম্মে সালামার বুঝতে বাকী রইল না- এটা সেই হাদীস অনুযায়ী আমল করারই ফল। কারণ, তিনি আবু সালামার মৃত্যুতে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে এই দোয়া পাঠ করেছিলেন। হ্যাঁ, উম্মে সালামা বুঝতে পারলেন এটাই মূল কারণ। আল্লাহ ও রাসুলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি পেয়েছেন, বিপদের ক্ষতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রতিদান। পেয়েছেন প্রয়াত স্বামী আবু সালামার স্থানে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রাসুলে আরাবী সা. কে। মহানবী কে পেয়েছেন আপন স্বামী হিসেবে। এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান আর কি হতে পারে? মহানবীর একান্ত সান্নিধ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাপ্তি আর কি হতে পারে?

# কোথায় আবু জেহেল?

বদর প্রান্তরে লড়াই চলছে। প্রচন্ড লড়াই, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, জীবনপন মোকাবেলা। একদল আল্লাহর পথে নিঃস্বার্থ লড়ে যাচ্ছে। আরেক দল অন্যায়ভাবে তাগুতের পথে ইবলিসী প্রেরণায় অস্ত্র চালাচ্ছে। হাতিয়ার, লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রান দ্বারা তাদের গোটা বাহিনী যেন লৌহ উপকরণে সুসজ্জিত। তরবারী ও বর্শা আর বিভিন্ন অস্ত্রের বিশাল সমাহার। তাদের ধারণা, এই মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র দূর্বল দলকে চোখের পলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল অহংকারী, দাম্ভিক, মুসলমানদের চিরশত্রু আবু জেহেল।

অন্যদিকে মুসলমানরা ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে কাফের বাহিনীকে কচু কাটার মত কাটছে। মুসলমানদের পরিধেয় বস্ত্র ছেড়া ফাটা, অনাহার ক্লিষ্ট ফ্যাকাশে চেহারাগুলো মুর্ছা যাওয়ার মত। নগ্নপদ,

www.almodina.com

কারো কারো পরনে কেবল একটি লুঙ্গি। পুরো বাহিনীতে মাত্র কয়েকটি তরবারী। উট-ঘোড়ার সংখ্যাও নিতান্ত কম। আবার কেউ কেউ লাঠি সোটা ও লাকড়ি দিয়েই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে যাচ্ছে, জাহান্নামে পাঠাচ্ছে। এক পর্যায়ে ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ভয়ানক পরিস্থিতির অবতারনা হল। কলিজার টুকরা, নয়নের মনি ও একান্ত আপনজনেরা তরবারীর সামনে উপস্থিত হল। আল্লাহর অসীম মদদে কাফেরদের বিশাল বাহিনী মুসলমানদের গুটিকয়েক তরবারীর নীচে কচুর মত নিঃশেষ হতে লাগল। বদর রণাঙ্গনে এই ভয়ংকর অবস্থা চলছে। ঠিক এরই মধ্যে ঘটে গেল এক অবাক কান্ড, বিস্ময়কর ঘটনা। মানবজাতি যা আশ্চর্য হয়ে অবিশ্বাস্য ভাবে অবলোকন করল। পৃথিবীর ইতিহাসে পরবর্তীদের জন্য স্বর্ণাক্ষরে তা অংকিত হল। এখন সে ঘটনাটিই আমরা শুনবো-

বদর যুদ্ধে বড়দের সাথে ছোটরাও অংশ নিয়েছিল নিজেদের ঈমানী চেতনার কারণে, জিহাদী জযবার কারণে। অনেকের মধ্যে আনসার দুই সহোদরও ছিল। জাবালের পুত্র মা'আজ ও মু'আওয়াজ। এ দুই কিশোর সহোদর ভাই। বদর যুদ্ধের দিন তারা গোপনে প্রতিজ্ঞা করল, ইসলাম বিদ্বেষী নবীর দুশমন মুসলমানদের চিরশত্রু আবু জেহেলকে হত্যা করবে অথবা হত্যা করতে গিয়ে নিজেরাই শহীদ হয়ে যাবে। কঠিন প্রতিজ্ঞা, অলংঘনীয় অঙ্গিকার। প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞায় তারা অটল, অবিচল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তারা কেবল ইসলামের দুশমন হিসেবে আবু জেহেলের নামই শুনেছে, তাকে আদৌ চিনে না। ভিতরে ভিতরে খুব চিন্তিত। কোথায়, কি করে পাবে তাদের শিকারের সন্ধান। প্রচন্ড লড়াইয়ের মধ্যে তারা তাদের শিকারকে খুঁজছে। ইতি উতি তাকাচ্ছে, পেলেই হয়। রাসূলের একান্ত বিশ্বস্ত সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. তাদের পাশে দাঁড়ানো। তাকে পেয়ে তারা যার পরনাই খুশী হল। মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানাল। তার কাছে

তাদের শিকারের সন্ধান চাইল। অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল চাচাজান! আবু জেহেল কে?

আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. বালকদ্বয়ের প্রশ্নে বিস্মিত হলেন, অবাক হলেন দারুনভাবে। তার আশ্চর্যের সীমা রইল না। কোন উত্তর না দিয়ে বর্ষীয়ানদের ভাষায় আগে জিজ্ঞেস করলেন- তাকে দিয়ে কি প্রয়োজন তোমাদের? আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর প্রশ্নে স্থির কণ্ঠে তারা জবাব দিল, চাচাজান! আমরা শুনেছি আবু জেহেল আমাদের প্রিয়নবী সা.কে ভীষন কষ্ট দিয়েছে। নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে। এখনও সে ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ক্ষতি করে চলছে। সে রাসূলের দুশমন, মুসলমানদের শত্রু। তাই আমরা তাকে হত্যা করার অঙ্গিকার করেছি। দৃঢ়তার সাথে শপথ করেছি। আব্দুর রহমান ও বালকদ্বয়ের মাঝে কথোপকথন চলছে। এরই মাঝে দেখা গেল আবু জেহেল ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করছে। চলমান অবস্থা দেখছে। আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. দেরি না করে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন- ঐ লোকটিই আবু জেহেল।

ব্যস, এতটুকুই যথেষ্ট। তাকে দেখামাত্রই কিশোরদ্বয় বাজ পাখির মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল। আবু জেহেল কিছু বুঝে উঠার আগেই এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর যায় কোথায়। নিমিষেই তার রক্তাক্ত দেহটি মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো। দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরের হাতে জীবন দিয়ে আবু জেহেল চিরদিনের জন্য জাহান্নামের পথ সুগম করল। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা পিতার এহেন অবস্থা দেখে কিশোরদ্বয়ের পশ্চাৎধাবন করল। পিছন থেকে মু'আওয়াজের স্কন্ধে স্বজোরে আঘাত করল। ফলে তার হাত কর্তিত হয়ে কেবল সামান্য চামড়ার কারণে ঝুলতে লাগল। কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী মু'আওয়াজ সামান্যতম বিচলিত হল না। তার জিহাদী তৎপরতা যেন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। ঝুলন্ত হাতের কারণে জিহাদী কাজে সমস্যা

হচ্ছিল। তাই কোন উপায়ন্তর না দেখে মায়াহীনভাবে হাতটি পায়ের নিচে চেপে ধরে সজোরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলল। ওহ! কি ভয়ংকর দৃশ্য। কোন পরওয়া নেই। বীর সেনার মত শত্রুর মোকাবেলা করল। ইকরামার পিছু ধাওয়া করল। সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে লড়াই করল। সে কি প্রচন্ড লড়াই!

সহোদর এই দুই কিশোর বয়সে কিশোর হলেও বীরত্ব ও সাহসিকতায় হাজারো যুবক, বীর যোদ্ধাদের হার মানিয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত তারা আমাদের প্রেরণা, আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার, আমাদের মাইল ফলক। এদের মত সাহসী জীবন গড়তে আমরা প্রস্তুত আছি কি?

# উমায়ের ইবনে সা'দই সত্যবাদী

উমায়ের ইবনে সা'দ। দারুন বুদ্ধিমান, দূরদর্শী, জ্ঞান- বুদ্ধি, সততা সত্যবাদিতায় তার যথেষ্ট সুনাম। দেহের মত অন্তরেও যৌবনের জোয়ার, কথা-বার্তায় ভীষন সতর্ক-সচেতন। শৈশবেই দারিদ্র ও পিতৃহীনতা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। জন্মদাতা পিতাকে হারিয়ে লালিত পালিত হয়েছে জুল্লাস ইবনে সুওয়াইদের ঘরে। তার গতিশীল তত্বাবধানে, যথার্থ সহানুভূতিতে উমায়ের সম্পূর্ন ভূলে গিয়েছিল যে, সে পিতৃহীন ও ইয়াতীম, অসহায়। উমায়েরের প্রতি জুল্লাসের ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা, অসীম স্নেহ- মমতা। কারণ, উমায়েরের প্রতিটি কর্ম-কান্ডে ফুটে উঠত তীক্ষ্ণ মেধা, আভিজাত্যের পরিচয়, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের

www.almodina.com

নিদর্শন। তার প্রতিটি ক্রিয়া কর্মে দেখা যেত আমানতদারী ও সততার স্পষ্ট আভা, বংশ মর্যাদার সুউজ্জ্বল চিহ্ন। পিতৃহীন এই বালক দশ বছর বয়সের কোমল হৃদয়ে পবিত্র ঈমানকে স্থান করে দিয়েছে। কলুষমুক্ত হৃদয়ে মোবারক ইসলামকে আসীন করেছে। রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধকে শিরধার্য করেছে, সকল নির্দেশ-নিষেধাজ্ঞাকে অবনত-মস্তকে মেনে নিয়েছে।

নবম হিজরীর মাঝা মাঝি সময়ের কথা। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও মূতার পরাজিত খৃষ্টানরা মদীনা আক্রমনের সিদ্ধান্ত নিল। সাথে সাথে রাসূলে আরাবী সা. এর কর্ণগোচর হল বিষয়টি। সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানতে পারলেন তিনি। কালবিলম্ব না করে তাদের পূর্বেই রোম আক্রমনের সিদ্ধান্ত নিলেন। সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে তাঁর এ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষনা করলেন। মুসলমানদেরকে আদেশ করলেন- রণ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহের। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচন্ড গরম। দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। শারীরিক ও মানসিক ভাবে জিহাদে বের হওয়া ছিল সুকঠিন। এতদসত্বেও মুসলমানগণ বরাবরের মত রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের দাওয়াতে 'লাব্বাইক' বললেন। চাঁদা দিয়ে সমর উপকরনের ব্যবস্থা করলেন। সাধ্যাতীতভাবে শরীক হলেন। মহিলা সাহাবীগণ নিজেদের অলংকার খুলে দিলেন।

একদিনের ঘটনা, উমায়ের ইবনে সা'দ মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে সাহাবায়ে কেরামের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের দৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। আশ্চর্য তাকে ভীষনভাবে তাড়া করল। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, মুহাজির ও আনসার মহিলারা নিজেদের নাক, কান, গলার অলংকার খুলে রাসূলের সামনে পেশ করছে। রণ প্রস্তুতির জন্য নজরানা দিচ্ছে। উসমান ইবনে আফফান রা. এক হাজার দিনার জিহাদী ফান্ডে প্রদান করেছে, আবু বকর রা. যাবতীয় সহায়-সম্পদ আর উমর রা. সমুদয় সম্পদের

অর্ধাংশ রাসূলের নিকট হস্তান্তর করছে। এসব অবাক কারবার দেখে তিনি ভীষনভাবে প্রভাবিত হলেন। স্থির থাকতে পারলেন না। ঘরে এসে পূনরায় এ অনন্য দৃশ্যের অবতারনা করতে চাইলেন। কিন্তু অন্যদিকে জুল্লাসের অবস্থা দেখে ভীষন বিস্মিত হলেন। তার সামর্থ ও বিত্ত-বৈভব থাকা সত্ত্বেও তিনি জিহাদী ফান্ডে অংশ গ্রহণ করছেন না। বিলম্ব করছেন। খুব বিলম্ব।

উমায়ের স্বীয় মনিবের মাঝে জিহাদী জযবা, শহীদী তামান্না জাগ্রত করতে চাইলেন। তার অন্তরে দানের আগ্রহ সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। তাই ইচ্ছা অনুযায়ী তার কাছে স্বচক্ষে দেখা ঘটনাগুলোর বিশদ বিবরন দিতে লাগলেন। মুসলমানদের জিহাদী জযবা, সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাতের তামান্নার অপূর্ব কাহিনী শোনালেন। মহিলাদের ঘটনাবলী একে একে বলে চললেন। কিন্তু জুল্লাস যেন এগুলো শুনতে প্রস্তুত ছিল না। এগুলোর কোন মূল্য তার কাছে আছে বলে মনে হল না। নিছক পাগলামী ও অহেতুক বলেই প্রতীয়মান হল। এরই মধ্যে সে এমন বাক্য উচ্চারণ করে বসল, যা যে কোন ঈমানদার মুসলমানের পক্ষে বরদাশত করা কঠিন। সহ্য করা অসম্ভব। সে বলল "মোহাম্মাদের নবী হওয়ার দাবী যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট" বলা বাহুল্য কারো প্রতি অস্বীকৃতি বা অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্যই আরবরা এধরনের বাক্য ব্যবহার করত।

যা হোক জুল্লাসের এ অপ্রত্যাশিত উক্তিতে উমায়ের ভীষনভাবে মর্মাহত হলেন। হতবুদ্ধি ও হতভম্ব হলেন। তার মনীব এ জাতীয় উক্তি করবে তা বিশ্বাস করতে তার কষ্ট হচ্ছিল। কারণ, এমনটি কখনো সে কল্পনাও করেনি।

যুবক উমায়ের ইবনে সা'দের বুদ্ধি লোপ পেল। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হল। এ মুহূর্তে তার করণীয় কী? নীরব থেকে গোপন করবে। না, প্রকাশ করে সংশোধন করবে। দ্বিমুখী সমস্যা। নীরব থেকে গোপন

করলে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের চরম ক্ষতি হবে। পক্ষান্তরে প্রকাশ করলে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইশারায় তাকে পুত্রের মর্যাদা দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, দারিদ্র মোচন করেছে, সেই ব্যক্তির অসম্মান করা হবে। সম্ভ্রম নষ্ট হবে। প্রকাশ বা গোপন দু'টোর একটা করতেই হবে যুবক উমায়েরকে। কিন্তু কোন পথ অবলম্বন করবে? কোন পথ বেছে নিবে?

হ্যাঁ, মনীবের অসম্মান অপেক্ষা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতিই বড় জঘন্য বলে প্রতীয়মান হল তার কাছে। আল্লাহ ও রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব জ্ঞান করল। তাই জুল্লাসের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে করুন সূরে বলল, জুল্লাস! আল্লাহর শপথ- ভূপৃষ্ঠে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর পর আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিকতর শ্রদ্ধার আর কেউ নেই। আপনি আমার শ্রদ্ধাভাজন, অত্যন্ত সম্মানিত। আমার প্রতি অনুগ্রহশীল, দয়াময়। কিন্তু আপনি যা বলেছেন তা প্রকাশ করলে আপনার লাঞ্ছনা অনিবার্য। আর গোপন করলে আমার ঘাতকতা নিশ্চিত, অবধারিত। আমার ব্যক্তি ও ধর্মের ক্ষতি অবর্ণনীয়। তাই আপনার বক্তব্যটি রাসূলের খেদমতে তুলে ধরতে যাচ্ছি।

যেই কথা সেই কাজ। বিলম্ব না করে মসজিদে নববীতে ছুটে গেলেন যুবক উমায়ের। রাসূলের দরবারে হাজির হলেন। অনেক সাহাবীর সমাগম মজলিসে। অনেক লোকের উপস্থিতি সেখানে। উমায়ের ইবনে সা'দ আদবের সাথে মজলিসে প্রবেশ করে সবার সাথে বসলেন। অবশেষে মূল বিষয়ে কথা বললেন রাসূলের সাথে। জুল্লাসের বক্তব্যটি রাসূলকে শোনালেন। সাহাবীরাও শুনলেন। অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করল মজলিসের সদা মুখরিত পরিবেশে। বিস্মিত হলেন সবাই। জুল্লাস এধরনের কথা বলতে পারল বা বলল? নীরবতা ভেঙ্গে রাসূল সা. এক সাহাবীকে জুল্লাসের কাছে দ্রুত পাঠালেন। অনতিবিলম্বে রাসূলের খেদমতে হাজির হতে বললেন।

ক্ষনিক পর। রাসূল সা. এর আদেশ পেয়ে জুল্লাস উপস্থিত হল। রাসূল সা. স্বীয় শির উত্তোলন করলেন। স্বশব্দে আন্দোলিত হল পবিত্র ঠোঁট-মুখ। ভীষন গম্ভীর কণ্ঠে ইরশাদ করলেন- উমায়ের তোমার মুখে কি শুনেছে? কি বলেছ তুমি? তারপর রাসূল সা. নিজেই উক্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করে সত্যায়নের জন্য জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিউত্তরে জুল্লাস বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রতি সে মিথ্যারোপ করেছে, সম্পূর্ণ বানিয়ে বলেছে। আমি এমন কিছু বলিনি।

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বিস্ফোরিত নেত্রে একবার জুল্লাস এবং একবার উমায়েরকে দেখতে লাগলেন। মনের উৎকণ্ঠা ও অন্তরের অনুসন্ধান দিয়ে তাদেরকে বুঝার চেষ্টা করলেন। একি! গোলাম, মনিবের সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী বক্তব্য? ভিন্নমুখী অবস্থান? ফিসফিস করে একে অপরকে কি যেন বলছেন। মমতাময়ী দৃষ্টিতে রাসূল সা. যুবক উমায়েরের দিকে তাকালেন। আহ্! মুষলধারে চক্ষুদ্বয় শ্রাবনের ধারা বর্ষন করছে। লোনা পানিতে গন্ডদেশ প্লাবিত হচ্ছে, চেহারা ও বক্ষদেশ প্রবাহিত হচ্ছে, ভাঙ্গা গলায় বারবার বলছে-

'হে আল্লাহ! তুমি তোমার রাসূলের উপর আমার বক্তব্যের প্রমাণ অবতীর্ণ কর.....'।

ওদিকে জুল্লাস ইবনে সুওয়াইদ রাসূলের মুখোমুখি হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে যা বলেছি তা সত্য। ইচ্ছা করলে আমাদের শপথ নিতে পারেন। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, উমায়ের আমার সম্পর্কে যা দাবী করেছে, তা আমি বলিনি। সে আমার উপর মিথ্যারোপ করেছে।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি এবার উমায়েরের প্রতি নিবদ্ধ হল। সে কি বলে তা শোনার জন্য সবাই উদগ্রীব। ঠিক তখনই রাসূলের পবিত্র হৃদয় মোহনীয় এক সূরে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তিনি তখন অস্থির, আল্লাহর বাণী নিয়ে অবতারিত হয়েছেন হযরত জিবরাইল আ.।

উমায়েরের সত্যবাদীতা ও জুল্লাসের কপটতার চাদর খুলে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা কুরআন অবতির্ণ করলেন-

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم
وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم
وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما فى الدنيا والاخرة
وما لهم فى الارض من ولى ولا نصير

"তারা শপথ করে যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ্ ও তার রাসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তুত: এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তা তাদের জন্য মঙ্গল। আর যদি তারা না মানে তবে তাদেরকে আযাব দিবেন আল্লাহ্ তায়ালা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশ্বচরাচরে তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী সমর্থক নেই"।

অবতারিত আয়াত শুনে জুল্লাস কাঁপতে লাগল। ভয় ও আশংকায় তার সারাদেহ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। অসহায় দৃষ্টিতে রাসূলের দিকে তাকিয়ে বিনীত আবেদন করল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তওবা করছি....... আমি তওবা করছি ..... উমায়ের সত্য বলেছে, আমিই মিথ্যাবাদী .....!

রাসূল সা. এবার উমায়েরের দিকে তাকালেন। কি চমৎকার! আনন্দাশ্রুতে তার গন্ডদেশ প্লাবিত হচ্ছে। ঈমানের আলো চমকাচ্ছে। খুশির দ্যুতি চিকমিক করছে। রাসূল স. তাঁর মোবারক হাতের পবিত্র পরশ তার কানের দিকে প্রসারিত করলেন এবং আলতো ভাবে ধরে বললেন

وَفَّتْ أُذُنُكَ – يا غُلَامُ – مَــا سمعَتْ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ

অর্থঃ হে বালক ! তোমার কান যথাযথই শুনেছে। আর তোমার রব তোমাকে সত্যায়ন করেছেন।

www.almodina.com

# গায়েবী সাহায্য

একটি ছোট্ট জটলা। মুশরিকদের জটলা। হাসি-তামাশা করছে তারা। মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি চর্চা করছে। সমালোচনা করছে। ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত তো আছেই। মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র না থাকলে তো সেটা কোন জলসাই হয় না। এখানেও এর ব্যতিক্রম হল না। মুসলমানদের কার কি দোষ ত্রুটি আছে তা একে একে বলতে লাগল। যেন সমালোচনার প্রতিযোগিতা। এদের মধ্যে মাতব্বরী করছে ইসলামের চির দুশমন আবু জেহেল। মুশরিকদের মুখোরিত জলসায় হঠাৎ একজন ভিক্ষুক এসে হস্ত প্রসারিত করল। আবেদনের বিনীত

হাত বাড়াল। হতভাগারা কিছুতো দিলই না উপরন্তু বিদ্রূপ করে বলল "হেরেম শরীফে গিয়ে দেখ, সেখানে আলী বসা আছে। তার কাছে চাও। তার কাছে অনেক কিছু আছে। সে তোমাকে প্রচুর দান করতে পারবে"। ভিক্ষুক লোকটি কাফেরদের কথায় আশান্বিত হল। কথা মাফিক হেরেম শরীফে উপস্থিত হল।

অপরিচিত মুসাফির। ভালোমন্দ কিছুই জানে না। আলীকেও চিনে না। আলীও তাকে চিনেন না। কাফেরদের বিবরণ অনুযায়ী সে হেরেম শরীফে গিয়ে দেখল একটি লোক ইবাদতে মগ্ন। অনুমান করল ইনিই আলী। কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে হাত বাড়াল- 'দয়া করে কিছু দান করুন। আমি খুব অসহায়, সম্বলহীন, দরিদ্র'। ভিক্ষুক লোকটির আবেদন আলীর কানে পৌঁছল। তার অসহায়ত্বের জন্য তিনি মনে মনে ব্যথা অনুভব করলেন। কিন্তু আলীর কাছে তখন দেয়ার মত কিছুই নেই। কি করবেন? নাও করতে পারছেন না। এক আল্লাহর উপর ভরসা করে, তার অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করে ভিক্ষুককে বললেন, "তোমার হস্ত প্রসারিত কর, উন্মুক্তভাবে আমার সামনে তুলে ধর"। আলীর আদেশ মোতাবেক ভিক্ষুক লোকটি তাই করল। তার হাত তুলে ধরার পর আলী কিছু একটা পড়ে তার হাতে ফু দিলেন। কোন টাকা-পয়সা কিছুই নয়, দিনার-দিরহামও নয়, অথবা অন্য কোন খাদ্য উপকরণও নয়। এই ফুৎকার দিয়ে ভিক্ষুকের কি উপকারে আসবে- সেটাই এখন দেখার বিষয়! ফু দিয়ে সাথে সাথে বলে দিলেন- মুষ্ঠি খুলবে না, একেবারে ঐ প্রতারক মুশরিকদের সামনে গিয়ে খুলবে।

ভিক্ষুকের কিছুই মুখে আসছিল না। সে আজ কি দেখছে, কি অবস্থার সম্মুখীন হল। এদিক সেদিক ভাবতে ভাবতে মুশরিকদের জটলায় পৌঁছে গেল আলীর আদেশ মোতাবেক সবার সামনে হাত খুলতেই সবাইঅবাক, বিস্ময় সবাইকে অস্থির করে তুলল। একি? সামান্য ভিক্ষুকের হাতে এত মহা মূল্যবান মোতি কোত্থেকে এল?

আলী কি এটি দিয়েছে? সেই বা কোথায় পাবে? আলী বা মোহাম্মদের কাছে এটা থাকা সম্ভবই না। মূল্যবান মোতিটির দাম কমপক্ষে হলেও হাজার দিনারের বেশী। সবাই বিস্ময়ের গহীনে হারিয়ে গেল। অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলঃ এই মোতিটি তোমাকে আলী দিয়েছে?

ভিক্ষুক স্থির কণ্ঠে জবাব দিল- না, আলী মোতি দেননি। বরং তিনি আমার হাতে একটি ফু দিয়েছেন, তার সেই ফুৎকারের বরকতেই এই মহা রত্ন! ভিক্ষুকের জবাব শুনে মুশরিকরা কিছুই বুঝতে পারল না। এটা কিভাবে সম্ভব, তাদের জ্ঞানের মিটারে ধরা পড়ল না। বিলম্ব না করে পুরো জটলা ছুটে গেল আলীর কাছে। চতুর্দিক থেকে প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল- "এই মহা রত্ন আপনি কোথায় পেলেন? আপনার কাছে তো বিশাল কোন বিত্ত-সম্পদ ছিল না"।

তাদের প্রশ্নের ঝড় আলীকে সামান্য একটুও বিচলিত করল না। স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিলেন- ভিক্ষুকটি এসে যখন আমার কাছে হস্ত প্রসারিত করল, তখন তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আমার ভীষন লজ্জাবোধ হচ্ছিল। আবার অন্যদিকে দেয়ার মতও কিছুই ছিল না। তাই রসূল সা. এর নামে দরূদ পড়ে তার হাতে ফুৎকার দিলাম। দরূদ শরীফের বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা এই মহা মূল্য রত্ন দান করেছেন।

আলীর বিবৃতি শুনে উপস্থিত সবাই যার পর নাই বিস্মিত হল। ফুৎকারের মধ্যে এমন কি শক্তি আছে- যার দরূন মহা রত্ন সৃষ্টি হতে পারে? মহানবীর নামে এমন কি প্রভাব আছে যার বরকতে মূল্যবান মোতি তৈরী হতে পারে? নিঃসন্দেহে এখানে কোন মহা অদৃশ্য শক্তির হাত রয়েছে। সকলের মাঝে ইসলামের বিশুদ্ধতা, ইসলামের অকাট্যতা প্রমাণিত হল। সাথে সাথে তিনজন বিধর্মী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল।

# আযান হয়নি কেন?

হযরত বেলাল রা.। রাসূলের একনিষ্ঠ সহচর, ঘনিষ্ঠ সাহাবী। আবাসে-প্রবাসে রাসূলের সাথী। ছায়ার মত অনুসরণ করেন রাসূলকে। প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ঈমানের দৌলত রক্ষার জন্য বহু নির্যাতন-নিপীড়ন বরদাশ্‌ত করেছেন। ইসলামের আদর্শ অনুকরনের জন্য বহু জুলুম-উৎপীড়ন সহ্য করেছেন। অনেক প্রতিকুলতার শিকার হয়েছেন। কিন্তু তারপরও তাওহীদের পবিত্র গন্ডি থেকে সামান্যতম সরে দাঁড়াননি। একটুও বিচলিত হননি। যাঁর সম্পর্কে রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন- আমি মিরাজের রজনীতে দেখেছি, "জান্নাতে বেলাল আমার আগে আগে চলছে"।

হ্যাঁ, বেলাল রা. এর অগ্রে চলার কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন রাসূলের খাদেম। আর সেবক ও খাদেম সর্বদা মনিবের আগেই চলে

www.almodina.com

থাকে। যা হোক, এ সম্মান রাসূলের সুহবতের বরকতে। এ মর্যাদা মহানবীর সান্নিধ্যের কারণে। এ শ্রেষ্ঠত্ব হযরতের সাহচর্যের বদৌলতে।

তিনি হলেন ইসলামী ইতিহাসের প্রথম মুয়াজ্জিন। মসজিদে নববীর প্রথম আযানদাতা। আযানের ধারার সূচনা হবার পর রাসূলে আরাবী সা. তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োজিত করেন। কারণ, তার আওয়াজ ছিল অনেক সুউচ্চ, সুললিত। অন্তর ছিল পরিচ্ছন্ন, কলুষমুক্ত, ঐশী চেতনায় উজ্জীবিত, এখলাস ও লিল্লাহিয়াতের পানিতে প্লাবিত। দৈনিক পাঁচ বার হৃদয়ের সুরভি মিশিয়ে তিনি আযান দিতেন। আবেগ উজাড় করে মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকতেন। তার আযানের ধ্বনি মানুষের হৃদয়কে আকর্ষন করত এক আল্লাহর দিকে, কল্যাণ ও সফলতার পথে। পার্থিব পরিমন্ডল অতিক্রম করে পৌঁছে যেত উর্ধ জগতে। প্রতিধ্বনিত হত আরশ মুয়াল্লায়।

বেলাল রা. ছিলেন হাবশার অধিবাসী। মুখেও ছিল কিছুটা জড়তা। ভাল করে আরবী ভাষার বর্ণমালাগুলো উচ্চারণ করতে তার সমস্যা হত। 'শীন' আর 'ছীনে'র মধ্যে পার্থক্য করতে অসুবিধা হতো। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম রা. একবার রাসূল সা. এর দরবারে নববীতে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! "বেলালের শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ হয় না। তাই তার আযান শুনে কাফের গোষ্ঠী হাসাহাসি করে, ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে উঠে, পরস্পর বলাবলি করে, দেখ কেমন মূর্খদেরকে একত্রিত করেছে। শব্দগুলো বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পারে না। তাদের এ জাতীয় তিরস্কারে আমরা ভীষণ লজ্জিত হই। তাই বেলালের পরিবর্তে একজন ভাল মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করুন। যার উচ্চারণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং আওয়াজও সুমধুর"। রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তাব গভীরভাবে চিন্তা করলেন। যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবলেন এবং অবশেষে অন্য একজনকে মুয়াজ্জিন হিসেবে নিয়োগ দিলেন। নতুন মুয়াজ্জিন যথারীতি আযান দিলেন। তার উচ্চারণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, বড় চমৎকার। তার মধুর ধ্বনি শ্রোতাদের হৃদয়

ছুয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম এবার খুশী। এখন কেউ আর ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারবে না।

কিন্তু না, নতুন মুআজ্জিন স্থায়ী হতে পারলেন না। রাসূলে আরাবীর নিকট ঐশী বাণী নিয়ে হযরত জিব্রাঈল আ. উপস্থিত হলেন। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মসজিদে আজ আযান হয়নি কেন?' রাসূল সা.ও বিস্মিত হলেন। তার আশ্চর্যের সীমা রইলো না। কি ব্যাপার? আজ তো পরিচ্ছন্ন ভাষার অধিকারী মুয়াজ্জিন আযান দিয়েছে! তাহলে জিব্রাঈল এ ধরনের প্রশ্ন করছে কেন? ভেবে কোন কুল কিনারা না পেয়ে এরশাদ করলেন- 'বরং আজ সুললিত সুউচ্চ কণ্ঠে আযান হয়েছে। সাহাবীরাও যার পর নাই আনন্দিত হয়েছে আজ'। রাসূলের কথা শ্রবণ করে বার্তাবাহক ফেরেশ্তা বললেন- 'হ্যাঁ, প্রতিদিন বেলাল আযান দিত। উর্ধ জগতের সকলে সেই আযান শুনে খুশী হত। কিন্তু আজ আযানের ধ্বনি আরশ পর্যন্ত পৌঁছেনি। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, আজ কি মসজিদে আযান হয়নি'।

ফেরেশ্তার কথা শুনে রাসূল সা. এর কিছুই বুঝার বাকী রইল না। রাসূলের স্পষ্ট প্রতীয়মান হল- 'বেলালের আযানই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। আল্লাহ্ তায়ালা বেলালের বাহ্যিক দিকটার প্রতি তাকাননি। বরং তিনি লক্ষ্য করেছেন তার কল্বের প্রতি। যা ছিল এখলাস ও নিষ্ঠায় ভরপুর। যা ছিল খোদা ভক্তির ফোয়ারা'। তাই রাসূল সা. বিলম্ব করলেন না। তাৎক্ষনিকভাবে সাহাবীদের গুরুত্বপূর্ণ মজলিস আহবান করলেন। রাসূলের ডাক শুনে সবাই একত্রিত হলেন। আদব ও ইহতেরামের সাথে রাসূলের চারপার্শ্বে ঘিরে বসলেন। রাসূলে আরাবী সা. সবকিছু খুলে বললেন। বিস্তারিতভাবে শোনালেন এবং সর্বশেষ বেলাল রা. কে পূনরায় মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সেদিন থেকে বেলালের মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে। প্রকৃত রহস্য বুঝতে পেরেছিলেন সকলেই।

www.almodina.com

# প্রথম পরিচয়

বিশাল সমাবেশ। অনেক মানুষের সমাগম। অসংখ্য-অগণিত মানুষের আগমন। ঐশী চেতনায় উজ্জীবিত, সফলতার প্রত্যাশী একদল খোদা প্রেমিকের উপস্থিতি। নববী আদর্শে অনুপ্রাণিত রাসুলের সাহচর্য প্রাপ্ত ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তিকামী একদল পেমিকের হাজিরা। সকলেই এসেছে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম বিধান-হজ্জব্রত পালন করতে। এসেছে আল্লাহর ভালোবাসায় নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তার নৈকট্য অর্জন করতে।

www.almodina.com

৯ই জিলহজ্জ! 'উকুফে আরাফা' তথা আরাফার ময়দানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে সবাই আরাফা প্রান্তরে সমবেত হয়েছে। প্রায় সোয়া লক্ষ মুসলমানের উপস্থিতি। সবার উদ্দেশ্যে রাসুলে আরাবী সা. আজ এখানে ভাষন দিবেন। ইসলামের দিক-দর্শনকে সামনে রেখে সামগ্রিক কর্মসূচী, করণীয়-বর্জণীয়, ঘোষণা করবেন। রাসুলে আরাবীর ভাষন শুনতে সকলেই উদগ্রীব। আল্লাহ ও রাসুলের নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জনে সবার হৃদয়-মন উন্মুখ। নির্ধারিত সময়ে রাসুলে আরাবী সা. সমগ্র উপস্থিত মুসলমানদের সম্বোধন করে তার ঐতিহাসিক ভাষন দান আরম্ভ করলেন। আল্লাহর শাহী দরবারে শুকরিয়া এবং হাম্‌দ-সানার পর অতীব গুরুত্বর্পূণ আলোচনা সমৃদ্ধ ইসলামের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরলেন। তাওহীদ ও একত্ববাদ থেকে আরম্ভ করে ইবাদত-বন্দেগী, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, মানবাধিকার, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব সচেতনা, নিন্দনীয় স্বভাব বর্জন ও প্রশংসনীয় গুনাবলী অর্জনসহ এক এক করে প্রতিটি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ঘোষণা করলেন।

কিন্তু আজকের ভাষন অন্যান্য দিনের বক্তৃতা-ভাষন অপেক্ষা ভিন্ন, সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম, আজকের ভাষা ও শব্দ চয়নও যেন সাধারণ নয়, অত্যান্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষায়, ব্যাথাতুর কণ্ঠে মঞ্চস্থ হচ্ছে। আলোচনার মাঝে মাঝে বারবার যেন রাসুলে আরাবী সা. আবেগ আপ্লুত হয়ে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন।

বক্তৃতার পটভূমিতে আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন,-"হে লোক সকল"! তোমরা আমার কথা শোন এরপর এই স্থানে তোমাদের সাথে আর দেখা হবে না। হয়ত আর তোমাদের সাথে একত্রিত হতে পারবো না"।

এতদশ্রবণে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন, মহানবীর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত অনেক সাহাবী তাৎক্ষনিক মন্তব্য করলেন-"রাসুলের

জীবনতরী হয়ত চূড়ান্ত গন্তব্যে অবতরন করতে যাচ্ছে। পার্থিব যিন্দেগীর সমাপ্তি ঘটাতে যাচ্ছে"। বিষয়টির গভীরতা অনুধাবন করে অনেকে অঝোর ধারায় কেদে ফেললেন। শ্রাবনের ধারা বর্ষন করলেন। রাসুলের এ ঐতিহাসিক ভাষনটিই পরবর্তীতে "বিদায় হজ্জের ভাষন" নামে আখ্যায়িত হয়েছে। কারণ, এরপর রাসুল আর হজ্জের সুযোগ পাননি এবং এত লোক সমাগমে ভাষনও দেননি। বরং কয়েক দিন পরেই আল্লাহর ডাকে লাব্বাইক বলে চিরতরে চির বিদায় গ্রহন করেছেন।

যা হোক সূচনা পর্বে তাওহীদ, রেসালাত, ইবাদত, বন্দেগী সম্পর্কে বিশদ বক্তৃতা করলেন। সর্বশেষ রাসুলে আরাবীর ঐশী বানী সমূহ পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানালেন। এবং গুরুত্ব সহকারে আদেশ প্রদান করে বললেন ঃ- "শোন, তোমরা আজ যারা এখানে উপস্থিতি আছ, তারা এই পয়গাম তাদের কাছে পৌছে দেবে যারা আজ এখানে নেই।"

একথা বলে উপস্থিত লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে রাসুল সা. সবাইকে সম্বোধন করে তিনবার প্রশ্ন করে এরশাদ করলেন-

الا هل بلغت الرسالة؟

"আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌছে দিয়েছি"?
সমবেত সাহাবীগন উত্তরে বললেন ঃ-

قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة

"জি হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি দীন পৌছে দিয়েছেন। আপনাকে প্রদত্ত আমানতের দাবী সম্পন্ন করেছেন। সর্বোপরি উম্মতের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করেছেন।"

রাসূল সা. তখন ভীষন আবেগ আপ্লুত সমবেত সাহাবীর উত্তরে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শাহাদাত অঙ্গুলি উচু করতঃ বললেন-"হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক! হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক! হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক"! ভাষন শেষ হল। হজ্জের অন্যান্য বিধি-বিধানও সমাপ্ত হল। অনেকে ফিরে গেলেন আপন আপন পরিবার পরিজনের কাছে। ফিরে গেলেন স্ব স্ব ব্যস্ততার কাছে। অনেকে নিজ নিজ অঞ্চলে গেলেন, ধর্মীয় দায়িত্ব আন্জাম দিতে। দীনি চেতনা বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু সোয়া লক্ষ সাহাবীর অধিকাংশই আর বাড়ীতে ফিরে গেলেন না। "উপস্থিত লোকরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌছে দেয়"- রাসূলের এই মহাবানী তাদের ঘরে ফিরতে বাধা দিল। তাই একা একা অথবা দলে দলে বের হয়ে পড়লেন-প্রতিটি মানুষের কাছে আল্লাহ্ ও রাসুলের দাওয়াত পৌছে দিতে, প্রতিটি আত্মবিস্মৃত মানবের কাছে আত্মপরিচয় তুলে ধরতে। গোটা পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঈমান ও ইসলামের বিধান পৌছে দিতে সকলেই হেজাজের পবিত্র ভূমিকে 'আল-বিদা' জানালেন। বিদায়ী সম্ভাষন দিলেন। জানা নেই, কোন দিন এখানে ফিরে আসবেন। আর কোন দিন পরিবারের মুখ দেখবেন।

রবীয়া আসলামী। রাসুলের একজন একনিষ্ঠ সাহাবী। মদীনার এক বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত গোত্রীয় মুসলমান। সর্বদা রাসুলের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। মহানবীর সাহচর্যই তার রুহের খোরাক, অন্তরের প্রশান্তি। বিদায় হজ্জের ভাষনে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। হৃদয়ের কান দিয়ে, মনের উৎকণ্ঠা দিয়ে রাসুলের বক্তব্য শুনেছেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকুই মনোযোগ সহকারে শ্রবন করেছেন।

فليبلغ الشاهد منكم الغائب-

"তোমরা যারা উপস্থিত তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌছে-দেয়।"

রাসুলের এ বানী অন্যান্যদের মত তার অন্তরেও গভীর ভাবে রেখাপাত করল। সকলের সাথে তিনিও হেজাজের মাটিকে বিদায় জানালেন। বের হয়ে পড়লেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। বের হলেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঈমানের ডাক পৌছে দিতে। প্রতিটি ঘরে ঘরে রাসুলের বানী পৌছে দিতে। যাত্রা করলেন গাফলত ও উদাসীনতায় 'আবদ্ধ' প্রতিটি মানুষের দরজায় ঈমানী দাওয়াত দিয়ে কড়াঘাত করতে। বাড়ীতে ফিরে গেলেন না। কারণ, সময় অত্যন্ত স্বল্প। দায়িত্বের বোঝা অনেক ভারী। কর্তব্যের পরিধি অনেক ব্যাপক। গোটা পৃথিবীই তার দায়িত্ব-কর্তব্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র। সমগ্র দুনিয়াই তার দীন পৌছে দেয়ার কর্মসূচীর পরিধি। রওয়ানা হলেন এবং ঈমানের দাওয়াত নিয়ে গোটা পৃথিবী চষে ফিরলেন। এক এক করে ইরাক, ইরান, শাম, ইয়ামান, রোম-পারস্যের সর্বত্রই সফর করলেন। দিবা-রাত্রি সর্বদা ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। আত্মভোলা মানুষের কাছে তার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরলেন। কোথাও একমাস, কোথাও ছয়মাস, কোথাও একবছর। 'কুফা-নগরীতে' হয়ত একমাস, বসরায় ছয়মাস, বাগদাদে একবছর। এভাবে ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলেও একমাস, ছয়মাস, এক বছর, দুই বছর, "সময় ও প্রয়োজনের দাবী"র আলোকে ধারাবাহিক পরিভ্রমন করে চললেন। দেখতে দেখতে এভাবেই কালের গর্ভে হারিয়ে গেল সুদীর্ঘ সাতাইশ বছর। যার মধ্যে রবীয়া একটি মুহূর্ত পর্যন্ত অবসরের নিঃশ্বাস ফেলেননি। কর্মহীন নিশ্চিন্ত প্রশান্তির বাতাস গ্রহন করেননি। হজ্বে আসার সময় তার স্ত্রী কয়েক মাসের অন্তসত্তা ছিলেন। তার কথাও ভাবার ফুরসত হয়নি। জানা নেই তার ঘরে কার আগমন ঘটেছে, পূত্র না কন্যা সন্তান। নাকি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানটি বেচেই নেই। তার স্ত্রী কেমন আছেন-কিছুই তিনি জানেন না।

সন্তানের কথা, স্ত্রীর কথা ভেবে রবীয়া ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পরিবার-পরিজনের প্রতি মানবতাবোধ, মমতাবোধ তাকে অস্থির করে

তুলল। তাদেরকে একনজর দেখার কথা ভাবলেন। হেজাজের পবিত্র ভূমিতে কিছুদিন বিচরন করে প্রশান্তি লাভের কথা চিন্তা করলেন। রবীয়া সর্বশেষ হৃদয়ের তাড়নায়, মনের আবেগে দীর্ঘ সাতাইশ বছর পর হেজাজের পথে, মদীনার পথে যাত্রা করলেন। পথ চলতেও ভাল লাগছে আজ রবীয়ার কাছে। বুঝতে পারল এটা মাটি ও মানুষের আকর্ষন।

যতই মদীনার পথে অগ্রসর হলেন, ততই যেন হৃদয় জগতে এক ভিন্ন রকম পুলক অনুভব করলেন তিনি। ভিন্ন রকম এক শিহরন খেলা করতে লাগল তার তনুমনে। এভাবে দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে ক্লান্ত - শ্রান্ত রবীয়া অবশেষে মদীনায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু মদীনায় পৌছে রবীয়া সরাসরি নিজের বাড়ীতে ছুটে গেলেন না। যদিও বাড়ীর নতুন/পুরাতন মানুষদেরকে দেখতে অন্তরটা খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ তাকে নিয়ে গেল মসজিদে। যে মসজিদের সাথে রয়েছে রবীয়ার নিবিড় বন্ধন, গভীর সম্পর্ক। যে মসজিদে তিনি রাসুলের পিছনে বহুবার নামাজ আদায় করেছেন। রাসুলের উপদেশ শুনেছেন। যে মসজিদের সাথে বিজড়িত আছে রবীয়ার বহু স্মৃতি কথা। কিন্তু মসজিদে এসে ভিন্ন রকম এক দৃশ্য দেখে খুব আভিভূত হয়ে পড়লেন। মসজিদে নববীতে এক যুবক হাদীসের দরস দিচ্ছে। দেখতে খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে দৈহিক গঠনের কারণে। আবার শ্রদ্ধাবোধও হয়, তার 'দরসে হাদীসে'র কারণে, ইল্‌ম ও জ্ঞানের গভীরতার কারণে, সুন্দর ও গোছালো উপস্থাপনার কারনে। অপরিচিত যুবকটি হাদীসের দরস দিচ্ছেন। আর সমবেত ছাত্ররা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে। কারও মধ্যে কোন বিরক্তির ছাপ নেই। ভাল না লাগার কোন লক্ষণ নেই । এমনকি শ্রোতার মাঝে লড়া-চড়াও পরিলক্ষিত হলনা। যেন কতগুলো পাথর ও বৃক্ষের সারি সারি স্তুপ। সমুদ্র সৈকতে মুক্তা সৃষ্টির জন্য একফোঁটা বৃষ্টির উদ্দেশ্যে ঝিনুক যেভাবে 'উন্মুখ' হয়ে

থাকে ঠিক তদ্রুপ সমবেত সকলেই ইল্‌মে হাদীস শিক্ষার জন্য সেভাবেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। রবীয়া যুবকের দরসে বসে ক্রমান্বয়ে অন্য জগতে হারিয়ে যেতে লাগলেন। তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি পেল সহস্রগুন।

আবার একটি তামান্না তাকে অস্থির করে তুলল। একটি আকাংখা তাকে সীমাহীন বেকারার করে ছাড়ল। আহ্! যদি আমার একটি ছেলে থাকত এবং সে এমন মুহাদ্দিস হতে পারত। আহ্! যুবকের কি সৌভাগ্য রাসুলের স্থানে, রাসুলের মসজিদে সে দরসে হাদীস দিচ্ছে। যেখানে স্বয়ং রাসুল সা. সাহাবীদেরকে দীন শেখাতেন। তার মনে পড়ল তার স্ত্রী, যাওয়ার সময় অন্তসত্ত্বা ছিল। তার কোল জুড়ে কি পূত্র সন্তান হয়েছে? রবীয়া আর ভাবতে পারলেন না। নিজের অজান্তেই তার নয়ন যুগল ভরে শ্রাবনের ধারা প্রবাহিত হল.....।

ততক্ষনে যুবকের দরসও শেষ। ছাত্ররা, যে যার পথে চলে যাচ্ছে। রবীয়া এবার ঘরের দিকে পথ ধরলেন। মদীনার পথঘাট অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তারপরও তার কাছে খুব পরিচিতি মনে হল। বহুবার সে হেটেছে এ রাস্তা দিয়ে। রাস্তা দিয়ে হাটতে স্ত্রী ও না দেখা, না জানা সন্তানটির কথা বেশী মনে পড়ল। কল্পনার জগতে তাদের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল। রবীয়ার বাড়ী আর বেশী দুরে নয়। খুবই কাছে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে এক আগন্তুকের ডাকে তার কল্পনা বাধা গ্রস্থ হল। এক কদমও এগুতে পারল না। খুব জোরে জোরে ডাকছে- "হে বৃদ্ধ! দাড়াও! কোথায় যাচ্ছ? সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই তোমার। এটা আমার বাড়ী। এখানে তোমার 'গায়রে মাহ্‌রাম নারী' রয়েছে।" রবীয়া আশ্চর্য হল। ভীষন আশ্চর্য হল। এতো সে যুবক, যার দরসে সে এতক্ষন বসাছিল। যার প্রতি রবীয়ার অন্তরে একগুচ্ছ শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চিত রয়েছে। রবীয়া কিছুটা লৌকিক ঝাঝাল কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলেন-যুবক! বরং তুমি বল, কোথায় যাচ্ছ? তোমার

সামনে যাওয়ার অনুমতি নেই। এটা আমার বাড়ী। এখানে আমার স্ত্রী রয়েছে। যার সাথে তোমার পর্দা বিধান পালন করা ফরজ। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্নের ধারা চলতে থাকল। এক বৃদ্ধা মহিলাও তাদের সংলাপ শুনছিলেন। উকি মেরে তাদেরকে দেখছিলেনও। ভিতর থেকে তার কণ্ঠ ভেসে এল। যুবক ও বৃদ্ধ উভয়কেই বললেন-"তোমরা উভয়েই আস। এখানে কারো জন্যই পর্দার বিধান নেই। উভয়ের জন্যই অনুমতি রয়েছে"।

যুবক কিছুই বুঝতে পারলেন না। অধিকন্তু মায়ের আদেশ রক্ষায় এভাবেই বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। বৃদ্ধ রবীয়া তার আগে আগেই বাড়ীতে ঢুকেছে। যুবক ও বৃদ্ধ রবীয়া কারও মুখেই কোন কথা নেই। যুবক বুঝার চেষ্টা করছে আসলে বিষয়টা কি? বৃদ্ধা মহিলা বের হয়ে এলেন। যুবক ও বৃদ্ধ উভয়ে তার সামনেই। পরিচয়হীনতার চাদর খুলে দিয়ে যুবকে উদ্দেশ্য করে বললেন-'এই বৃদ্ধই তোমার পিতা। যিনি আল্লাহ ও রাসুলের বানী প্রচার ও প্রসারের জন্য দীর্ঘ সাতাইশ বছর পৃথিবীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কখনই বাড়ীতে আসতে পারেননি'। আর বৃদ্ধকে উদ্দেশ্য করে বললেন- 'এই যুবকই আপনার ঔরসজাত সন্তান। সে এখন মসজিদে নববীতে দরসে হাদীসের মহান কাজে ব্রতী আছে। বৃদ্ধা আর কিছু বলতে পারলেন না। তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। যুবকের চোখ দিয়েও অঝোর ধারায় লোনা পানি প্রবাহিত হতে লাগল। অবিরামভাবে সে কাঁদছে। রবীয়ার চোখও অশ্রুতে টলমল হয়ে উঠল। পিতা,পূত্র, সবার নয়ন যুগল ভরে অঝোর ধারায় শ্রাবনের ধারা প্রবাহিত হতে লাগল। কারও মুখেই কথা ফুটল না। যুবক তার সাতাইশ বছর বয়সে প্রথম বারের মত পিতাকে দেখে 'মুসাফাহার' উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল---- ---------- সবার চোখ এখন অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে...!

# অন্য রকম প্রতিশোধ

সবাই ভারাক্রান্ত। বেদনার্ত তামাম পৃথিবী। আকাশ-বাতাস ব্যথাক্লিষ্ট হয়ে যেন মুর্ছা যাচ্ছে। সকলের আঁখি যুগল হতে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। কাঁদছেন সবাই। কাঁদছেন নবীজীর প্রিয়তমা স্ত্রীগণ। নবীজী আজ কয়দিন হতে অসুখের যন্ত্রণায় পড়ে আছেন বিছানায়। সবাই চিন্তিত-দয়ার নবী যদি চলে যান, আমাদের মাঝ থেকে, কি হবে উপায় আমাদের?

রক্তিম সূর্যটাও যেন রাসূলের বিরহ চিন্তায় ব্যথিত। ধীরে ধীরে বয়ে গেছে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তে। কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে। আবছা অন্ধকারে চতুর্দিক ছেয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. নবীজী সা. এর জীর্ণ কুটিরের চারদিকে বেষ্টন করে বসে আছেন। ভাবছেন নবীজীর কথা। রাসূলের সহধর্মিনীগণ নবীজীর সেবা করছেন। কেউ বা শোকের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কাঁদছেন। নবীজী সা. সবাইকে ডাকলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলের সা. পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূলের স্মিত হাসি। ক্ষীণ আওয়াজে বললেন- বন্ধুরা! হয়ত আমি আর মায়াভরা ধরণীর বুকে নাও থাকতে পারি.....।

সকলে কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সা. আবার বললেন-আমি নাও থাকতে পারি, তোমরা আজ মদীনার অলিতে গলিতে ঘোষণা দিয়ে দাও-আমি নবী মুহাম্মদ যদি কারো প্রতি অন্যায় করে থাকি, কারো প্রতি অবিচার করে থাকি, কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি, তবে আজ যেন এসে তার প্রতিশোধ নিয়ে যায়। এরপরে আর প্রতিশোধের সময় হয়ত পাওয়া যাবে না.....।

নবীজীর কথায় কেঁদে ফেললেন সবাই। স্তব্ধ হয়ে একে অপরের দিকে শুধু চেয়ে আছেন। নবীজী সা. উৎসুক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন। বললেন, কেন আবার দাঁড়িয়ে আছো? যাও, ঘোষণা শুনিয়ে দাও। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা. আর স্থির থাকতে পারলেন না। কেঁদে কেঁদে বললেন-ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি রাহমাতুল্লিল আলামীন, মানব জাতির মুক্তির দিশারী। আপনি না হলে মানুষ হেদায়াতের আলো হতে বঞ্চিত হত! আপনি এসে উদ্ধার করলেন আমাদের। সুতরাং আপনি কোন মানুষের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, কারো প্রতি অবিচার করেননি। কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল হলেন সিদ্দীকে

আকবর রা.। হযরত উমর রা. বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন। আপনি হলেন মানুষের নয়নের মনি, চোখের জ্যোতি। আপনি মানুষের কাছে কোন কিছুর জন্য ঋণী নন। সুতরাং মদীনার অলিতে গলিতে ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন কি?

নবীজী সা. বললেন-বুঝলাম তোমাদের কথা! কিন্তু কোনদিন যদি ভূলক্রমে কারো প্রতি আঘাত দিয়ে থাকি, আর ঐ ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিন আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে,তাহলে আমি সেদিন আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব? রাসূলুল্লাহ সা. কে মানানো গেল না। অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম বেরিয়ে পড়লেন ঘোষণা দিতে।

হঠাৎ মসজিদের মিনার থেকে মাগরিবের আজান ভেসে এল। মনে হচ্ছে-আজকের আজান মদীনার ধু ধু মরুভূমি ভেদ করে বিস্তৃত হচ্ছে তামাম পৃথিবীতে। সাহাবায়ে কেরাম মাগরিবের নামায পড়ে নিলেন। তারপর আবার বেরিয়ে পড়লেন মদীনার অলিতে-গলিতে। তারা মদীনার অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে, শহর-বন্দরে, রাস্তায়, গ্রাম-পল্লীতে ঘোষণা করে দিলেন নবীজীর মনের আবেগ পূর্ণ কথা। ঘোষণা শুনে সবাই হায় হায় করতে লাগল দয়ার নবীর এরূপ ঘোষণা! সবাই সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দিলেন-না, দয়ার নবী আমাদের উপর কোন অন্যায় করেননি, কোন অবিচার করেননি। সাহাবীগণ ফিরে এলেন নবীজীর সা. কাছে। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তামাম মদীনাতে ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কেউ বলল না-আপনি মানুষের কাছে কোন অন্যায় করেছেন। সন্ধ্যার পর অন্ধকার পূর্ণ মদীনা। শীতল সমস্ত পৃথিবী। পশু-পাখি আল্লাহর তাসবীহ পাঠে রত। নিস্তব্ধ চতুর্দিক। ক্ষণে ক্ষণে মরুভূমির উষ্ণ বাতাসে দুলছে খেজুর গাছগুলো। বিশিষ্ট্য কয়জন সাহাবী রাসূলের অন্তিম শয্যার পাশে বসে আছেন। ইতোমধ্যে

অকস্মাৎ আক্কাস নামক এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর দরবারে আসলেন। সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তিনি এসে হাজির হলেন। এসেই বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! একদিন আমি রাস্তার পাশে বসা ছিলাম এমন সময় আপনি আপনার ঘোড়াটাকে চাবুক মারেন আর ঐ চাবুক আপনার ঘোড়ায় না লেগে আমার পিঠে লেগেছে। দেখুন, আজও আমার পিঠে সেই আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সুতরাং আজ আমি সেই আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চাই। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হলেন। কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে গেল তাঁদের। কি বলে এই নরাধম? দয়ার নবীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে?

সাহাবীগণ তাকে ধিক্কার দিলেন। তবুও সে ছাড়তে রাজি নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন-ভাই! দয়ার নবীর থেকে প্রতিশোধ নিতে চাও? এতে তোমার বিবেক বাধে না? কেমন নিষ্ঠুর-নির্মম তুমি? সে উত্তর দিল-আপনি যাই বলুন না কেন, আমি প্রতিশোধ নিবই। দয়ার নবী সা. বললেন-আবু বকর! ওকে নিষেধ করোনা। হযরত উমর রা. বললেন, ভাই! এই নশ্বর জগতে যে মানবটি সকলের নয়নের মণি, তাঁর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে তুমি? না, তা করো না। তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। লোকটি বলল-না, প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব।

হযরত উমর রা. বললেন, প্রতিশোধ যদি নিতেই চাও, তাহলে মেহেরবানী করে দয়ার নবীর উপর আঘাত করো না, বরং তার পরিবর্তে যত ইচ্ছা আমাকে মারো। সে বলল- না, আমি নবীজীর উপরই প্রতিশোধ নিবো। লোকটির নিষ্ঠুরতা দেখে সাহাবায়ে কেরাম অবাক হলেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন-ওকে আমার কাছে আসতে দাও। আক্কাস রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে গেলেন। দয়ার নবী সা. তার শিয়র হতে চাবুকটা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন- এই নাও

চাবুক, মারো আমার গায়ে। আক্কাস চাবুক হাতে নিয়ে বললেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যেদিন আপনি আমার গায়ে আঘাত করেছিলেন, তখন আমার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং আমি বদলা নেয়ার সময় আপনার পিঠ খালি দেখতে চাই। রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবীগণকে বললেন-আমাকে ধরে তোল। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা.-কে ধরলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাদের শরীরে ভর করে উঠে বসলেন। অতঃপর নবীজী সা. সাহাবীগণকে বললেন-আমার পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দাও। সাহাবীগণ তা-ই করলেন। রাসূলুল্লাহ সা. মুচকি হেসে বললেন-এবার প্রহার কর আক্কাস! আক্কাস তৈরী হল প্রহার করার জন্য। এরই মাঝে কতজন যে আবেদন জানাল-ভাই! এত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ো না। তোমার কি দয়া মায়া কিছুই নেই? কিন্তু সে শোনে কার কথা? আক্কাস তৈরি হল। চাবুকটা তুলে ধরল রাসূলুল্লাহর সা. পিঠের উপর। এরপর চাবুকটা ছুড়ে ফেলে দিল দূরে, দ্রুত গিয়ে রাসূলের সা. নবুয়াতী মোহরের উপর চুমু খেল। তারপর চিৎকার দিয়ে বলল-আমার মত ঋণ শোধ কেউ কি কোন দিন নিতে পেরেছে? দয়ার নবীর মোহরে নবুওয়াত দেখার আমার বহু দিনের অভিলাষ আজ পূর্ণ হল-আল্হাম্দুলিল্লাহ্! আমার আর কোন দাবী নেই!

# জীবন সায়হ্নে আলকামা

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী খুবই অসুস্থ। মনে হচ্ছে এটা তার শেষ সময়। বিদায় সৈকতে অপেক্ষমান সে। যিন্দেগীর বেলাভূমিতে দন্ডায়মান। অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ত তার জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। পার্থিব যিন্দেগীর যবনিকাপাত হবে। হায়াতের সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হবে। আমার মন চায় এই অন্তিম সময়ে আপনি যদি একুট তাকে দেখে আসতেন। মোবারক যবানে দোআ করে দিতেন। কালেমার তাল্‌কীন করতেন ....."।

বিনয় ও নম্র কণ্ঠে আরজ করলেন এক মহিলা। আবেদন ও কাতরতার সুরে দরখাস্ত করলেন এক মহিলা। হ্যাঁ, তিনি হলেন বিখ্যাত সাহাবী আলকামার স্ত্রী। আলকামার আশু বিদায়ের বার্তা নিয়েই রাসূলের দরবারে হাজির হয়েছেন। মহিলার কথায় রাসূল সা. কিছুটা চিন্তিত হলেন। বিলম্ব না করে দ্রুত কয়েকজন সাহাবার একটি ছোট্ট পর্যবেক্ষন কাফেলা পাঠিয়ে দিলেন। সবার প্রতি আদেশ হল- 'তোমরা গিয়ে দেখে আস, আলকামার কি অবস্থা? পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ছিলেন হযরত বেলাল, হযরত সালমান, হযরত আলী এবং হযরত আম্মার রা.।

তাঁরা রাসূলের আদেশ পেয়েই দ্রুত অগ্রসর হলেন আলকামার বাড়ীর দিকে। বাড়ীতে পৌঁছে দেখলেন-'আলকামা মৃত্যুশয্যায় শায়িত'। সাহাবায়ে কেরাম তাকে কালেমার তালকীন করলেন। তার

উদ্দেশ্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" পাঠ করলেন। কিন্তু না, সে কলেমা পড়তে পারছে না। তার জিহ্বা জড় হয়ে গেছে। সকলের তালকীন ব্যর্থতায় রূপ নিচ্ছে। সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। তাঁদের দুঃচিন্তার সীমা রইল না। সারা জীবন নামাজ, রোজা, নফল ইবাদতের পূর্ণ পাবন্দি করে আলকামা কিভাবে মৃত্যুবরন করছে? কেন? এর কারণ কি? এখন কি করতে হবে? ইত্যকার প্রশ্ন সবাইকে অস্থির করে তুলল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বেলালকে রাসূলের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

বেলাল রা. রাসূলের দরবারে এসে সব খুলে বললেন। বিস্তারিতভাবে অবহিত করলেন। অস্থির কণ্ঠে বললেন- "আমরা কালেমা শরীফের তালক্বীন করছি কিন্তু আলকামা তা বলতে পারছে না! সব শুনে রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, আলকামার বাবা-মা কি জীবিত আছেন? বেলাল উত্তর দিলেন- বাবা তো নেই, মা আছেন। কিন্তু বয়সের ভারে তিনি ভীষণ দূর্বল। লাঠি ভর দিয়ে চলাফেরা করেন। বেলালের উত্তর শুনে রাসূল সা. ইরশাদ করলেন- 'আলকামার মায়ের কাছে আমার সালাম বল এবং সম্ভব হলে সে যেন আমার সাথে এখনই সাক্ষাৎ করে। আর সম্ভব না হলে আমিই যাব তার কাছে'।

রাসূলের খাদেম বেলাল রা. আলকামার মায়ের কাছে গিয়ে রাসূলের আমন্ত্রনের কথা জানালেন। রাসূলের খেদমতে আসতে পারবেন কি না জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন- 'মহানবীর জন্য আমার মা-বাবা কোরবান হোক, আমিই যাব'। এরপর বৃদ্ধা আলকামার মা ধীরে ধীরে রাসূলের দরবারের উদ্দেশ্যে হাটতে লাগলেন। গুটি গুটি কদম ফেলে দরবারে নববীতে পৌঁছে গেলেন, বিনীত কণ্ঠে সালাম দিলেন। রাসূল সা. তার সালাম শুনে উত্তর দিলেন, অত্যন্ত পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- "তোমার ছেলে আলকামা কেমন লোক? মিথ্যা বলবে না কিন্তু, আমার কাছে ওহী আসে। মিথ্যা বললে ধরা পড়ে যাবে"।

বৃদ্ধা মা উত্তর দিলেন- 'চরিত্র ও আচরনে অত্যন্ত শালীন, ইবাদত গুজার, রোজাদার ও দানশীল। তার মত নেক্কার মানুষ খুব কমই আছে'। কিন্তু উত্তর শুনে রাসূল সা. আশ্বস্ত হতে পারলেন না। মনে হয় তিনি যা জানতে চাচ্ছেন, তা হয়ত এখনও বলা হয়নি। তাই তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। কিন্তু তোমার সাথে সে কেমন আচরণ করত? এবার বৃদ্ধা মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। ব্যথিত কণ্ঠে আরয করলেন- "হুযুর! আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমার সাথে সে ভাল ব্যবহার করে নি। আমার চেয়ে সে তার স্ত্রীকে অধিক গুরুত্ব দেয়। আমাকে তার স্ত্রীর তাবেদার করে রাখে। এই একটি বিষয় ছাড়া তার সবই ভাল"।

রাসূলের বুঝতে বাকী রইল না যে, ঘটনা এখানেই ঘটেছে। গড় মিল যা হবার, এখানেই হয়েছে। যবান বন্ধ হয়েছে এ কারণেই। প্রিয় নবী সা. বললেন, তাকে মাফ করে দাও। বৃদ্ধা বললেন, না আমি তাকে ক্ষমা করতে পারব না। তখন রাসূল সা. খুব রাগান্বিত হলেন। বেলালকে ডেকে বললেন, বেলাল! কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাও! তারপর আলকামাকে আগুনে ফেলে দাও!

রাসূলের আদেশ শুনে বৃদ্ধা মায়ের অন্তর ছ্যাৎ করে উঠল। অন্ত রকোনে হাতুড়ি পেটা আরম্ভ হল। সন্তানের মায়ায় প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলেন তিনি। যাকে হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে, আন্তরের ভালবাসা দিয়ে লালন করেছেন- চোখের সামনে সে অগ্নিদগ্ধ হবে, এটা ভাবতেই বৃদ্ধা মায়ের গা শিউরে উঠল। অসহায় ভাবে তিনি বললেন- হে রাসূল! আমি এটা কিভাবে বরদাশ্‌ত করব? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন- হে আলকামার মা! আল্লাহর আগুন আরো ভয়াবহ হবে। তুমি যদি তাকে ক্ষমা না কর, তুমি যদি তার প্রতি সন্তুষ্ট না হও, তাহলে তার ফরজ, নফল ইত্যাকার ইবাদাত কোনই কাজে আসবে না, আল্লাহর দরবারে

কবুল হবে না। রাসূলের মুখে কঠিন বাস্তবতার কথা শুনে তার অন্তর কেঁদে উঠল। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি বলে উঠলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন! আমি আলকামাকে ক্ষমা করে দিলাম। তার প্রতি আমি সন্তুষ্ট'। রাসূল সা. বেলালকে বললেন- 'এখন গিয়ে দেখ আলকামার কি অবস্থা!'

রাসূলের আদেশ মোতাবেক বেলাল রা. আলকামার দরজায় প্রবেশ করামাত্র তার কানে প্রতিধ্বনিত হল "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"। হ্যাঁ আলকামাই পড়ছে এতে তার সন্দেহ রইল না। এর কিছুক্ষণ পরই আলকামা চিরদিনের জন্য পৃথিবী ত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে রাসূল সা. আলকামার বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে সবর ও ধৈর্য্যের শিক্ষা দিলেন, আলকামার গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তার জানাযার ইমামতি করলেন। সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত তৎপরতায় দাফন কার্য সম্পন্ন হল। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাসূল সা. এরশাদ করলেন- হে আনসার ও মুহাজির সাহাবীরা!

"যে ব্যক্তি স্ত্রীকে মায়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তার ফরজ, নফল কোন ইবাদতই কবুল হবে না"।

# বিস্তৃত ক্ষমতা

আফ্রিকা। ঘন অরণ্যের দেশ, গভীর বন-জঙ্গলের দেশ। সেখানের অধিবাসীরা ছিল অসভ্য, বর্বর। এ অসভ্য মানুষদের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌছানোর কথা ভাবলেন তৎকালীন মুসলিম শাসক আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া রা.। তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে আনার চিন্তার করলেন। হ্যাঁ, অবশেষে রাসূলের সাহচর্য প্রাপ্ত সাহাবী হযরত উক্ববা ইবনে নাফে'কে আফ্রিকার গর্ভনর নিযুক্ত করে পাঠালেন। পাঠালেন তাদের কাছে কল্যাণের পয়গাম পৌছে দেওয়ার জন্য। হযরত উক্ববা ইবনে নাফে' রা. আফ্রিকায় পৌছে তার মিশন চালিয়ে যেতে লাগলেন। চরিত্র মাধূরী ও নববী আখলাক্বের মাধ্যমে

www.almodina.com

তাদের মধ্যে 'নিরব বিপ্লব' সাধন করে গেলেন। তার শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে অনেক মানুষ সভ্যতার সবক পেল। মুক্তির দিশা পেল, ইসলাম গ্রহন করল অনেক জাতি ও গোষ্ঠি। কিন্তু, ইসলামের নতুন দীক্ষা প্রাপ্ত নও মুসলিমদের ঈমানী শক্তি ততটা মজবুত নয়। ইসলামী চেতনা-বিশ্বাস তাদের অন্তরে এখনো স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেনি। সুযোগ পেলেই তারা বিদ্রোহীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রকৃত মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বসে। মুসলমানদের বিরোধিতা করে।

বিদ্রোহের এ ফেৎনা নির্মুল করার জন্য নব নিযুক্ত গভর্নর উক্বরা ইবনে নাফে' রা. সেখানে একটি সেনা ছাউনি স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহন করলেন। যারা সেখানে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করবে। ঈমানের আহবান মানুষের কাছে পৌছে দিবে। আবার সাথে সাথে বিদ্রোহীদেরকেও দমন করবে তাদের চক্রান্তের বীজ উপড়ে ফেলবে। পরিকল্পনা করলেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮ সদস্যের একটি ছোট সেনা দল পাঠিয়েও দিলেন। কিন্তু, দুর্গম বন-বনানী ও গভীর অরণ্যে মানুষের বসবাস দুঃসাধ্য। মানুষের যাতায়াত কষ্টকর, ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, সেখানে রয়েছে 'মানুষ খেকো' বাঘ-ভাল্লুক, সাপ-বিচ্ছু ও বিষাক্ত কীট পতঙ্গের স্থায়ী আবাস। তবুও নির্ভীক সাহাবীগণ আপন মনোবলে অটল। ইসলামী মিশন বাস্তবায়নে অবিচল। ১৮ সদস্যের ক্ষুদ্র দলটি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা করলেন। ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে রওয়ানা হলেন। এক সময় তারা পৌছে গেলেন গভীর অরণ্যে। সেখানে পৌছে দলের সেনাপতি বনের পশুদের কে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেন, "হে বনের পশুদল! আমরা মহানবী সা. এর সাহাবী। আমরা জঙ্গলে অবস্থান করতে চাই। অতএব, তোমরা জঙ্গল থেকে বের হয়ে যাও। আমাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দাও। এ ঘোষণার পর তোমাদের কারো সাক্ষাৎ পেলে তাকে হত্যা করা হবে"।

সত্যিই, এ ঘোষণার পর দলে দলে সমস্ত হিংস্র পশু জঙ্গল বের হতে লাগল। সিংহ, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, এবং অন্যান্য সকল প্রাণী আপন আপন বাচ্চা ও দল বল সহ জঙ্গল ছেড়ে চলে গেল। আশ্চর্যময় এ দৃশ্য দেখে আশপাশের বাসিন্দারা রীতিমত হতবাক! ব্যাস, আর কিছুই করতে হলনা, এমনিতেই সমস্ত বর্বর জাতি ইসলামের ছায়াতলে আসতে শুরু করল।

এটাই মহানবী সা. এর প্রিয় সাথীদের মর্যাদা। সাহাবীদের ঈমানী শক্তির প্রভাব। খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার বিস্তৃত পরিধি। বনের হিংস্র পশুরাও তাদের কথা শোনে। কারণ, তারা রাসূলের কথা শুনেছেন। রাসূলের আদর্শ গ্রহন করেছেন। আল্লাহর আদেশ মেনে চলেছেন। নিষেধাজ্ঞা বর্জন করেছেন।

প্রিয় পাঠক! আমরা কি পারি না আমাদের জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে রাসূলকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে চলতে? উভয় জগতে সম্মানিত হতে?

# নীল দরিয়ার চিঠি

মিসরের নীল দরিয়া। বহু প্রাচীন একটি নদী। অনেক ইতিহাসের জন্মদাতা এই দরিয়া। বিচিত্র ঐহিহ্যের বাহক এ নীল নদ। মিসরের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত এ দরিয়ার উপর নির্ভরশীল। মিসরের অধিকাংশ বাসিন্দাই এ নদী থেকে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। তাই এ নদীকে সচল ও প্রবাহমান রাখার জন্য প্রতি বৎসর মিসরবাসীরা দরিয়াতে একজন অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে বলি দিত। কারণ, তাদের বিশ্বাস- "এ নজরানা দিলে নীল দরিয়া পানিতে পূর্ণ থাকবে অন্যথায় দরিয়া মিসরবাসীকে পানির অংশ প্রদান করবে না। পানির প্রবাহও বন্ধ হয়ে যাবে।"

www.almodina.com

সে সময় ইসলামী হুকুমতের মহামান্য খলীফা হলেন তখন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। আর মিসরের গর্ভনর হচ্ছেন মহানবীর আরেক সাহচার্যধন্য হযরত আমর ইবনুল আ'স রা.। মাত্র অল্প কিছুদিন হল তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অল্প কিছুদিন হল তিনি মিসরে গর্ভনর হয়ে এসেছেন। ওদিকে সুন্দরী কন্যা বলি দেয়ার দিন-তারিখও সমাগত হল। মিসরবাসী তাদের নতুন গর্ভনরকে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে অবহিত করল। সাথে সাথে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানাল। নির্বাচিত কয়েক জন সুন্দরী কন্যাকে উপস্থাপনও করল। কিন্তু, গর্ভনরের মনোপুত হলো না। তাদের ঐতিহ্যের কোন গ্রহন যোগ্যতা তার কাছে ফুটে উঠল না। তিনি অন্য কিছুর চিন্তা করলেন। কারন, ইসলামের দৃষ্টিতে পানি প্রবাহের জন্য সুন্দরী কন্যা বলি দেয়ার প্রথা কুসংস্কার বৈ কিছুই নয়। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি তাদের প্রচলিত 'অলিক ঐতিহ্যে'র ধারাকে নাকচ করে দিলেন। তাদেরকে বারণ করলেন। ইসলামের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে ধরলেন।

এদিকে সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাটি ক্রমাগত বেড়েই চলল। বিপদ আরো বড় আকার ধারণ করল। হ্যাঁ, তিন মাস যাবৎ দরিয়ায় পানি নেই। মানুষের জীবন যাত্রা প্রায় অচল। মিসর বাসীর জীবন যাপন দূর্বিসহ হয়ে উঠল। গভর্ণর আমর ইবনুল আ'স বিপাকে পড়ে গেলেন। ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। এভাবে চলতে থাকলে মানুষের ঈমান-আকিদা ধুলোয় মিশে যাবে! অবশেষে চলমান বিষয়টির কথা বিস্তারিত লিখে আমীরুল মুমিনীন উমর রা. কে জানালেন এবং শরীয়ত সম্মত ফায়সালা কামনা করলেন।

কিছুদিন পরের কথা। খলীফার উত্তর এসেছে। ইসলামী হুকুমের পক্ষ থেকে সমাধান এসেছে। উত্তরে উমর রা. লিখেছেন-

"আমর ইবনুল আ'স! তুমি যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ। আমি নীল দরিয়ার নামে চিঠি লিখে দিলাম। তুমি এটি দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে।"

গভর্ণর আমর ইবনুল আ'স খলীফার পয়গাম অনুযায়ী ঘোষণা করে দিলেন-"একটি বিশেষ তারিখে সকলকে সমবেত হতে হবে নীল দরিয়ার তীরে। সেখানে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে নীল দরিয়ার নামে লিখিত পত্রটি দরিয়ায় ফেলা হবে।" গভর্ণরের এ ঘোষণা নিয়ে মিসরবাসী উপহাস আরম্ভ করল-"দরিয়ার উপর মানুষের হুকুমত চলে নাকি? চিঠি দিলেই বুঝি নদী প্রবাহিত হবে"! কিন্তু আমর ইবনুল আ'স স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল। নিজের কথায় অবিচল। সবাই অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার জন্য।

দেখতে দেখতে সেই দিনটি উপস্থিত হল। নীল দরিয়ার তীরে উৎসুক জনতার উপচে পড়া ভীড়। অসংখ্য-অগনিত মানুষের সমাগম। চলমান বিষয়ে আজ চুড়ান্ত ফায়সালা হবে। একদিকে কেবল মাত্র মিসরের নব নিযুক্ত গভর্ণর। অন্যদিকে সারা মিসরবাসী। গভর্ণরের লক্ষ্য-"মানুষের ভীত্তিহীন ঐতিহ্যের মূলোৎপাটন করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। যুগ যুগ ধরে চলে আসা কুসংস্কারের স্থানে ইসলামী সভ্যতা বাস্তবায়ন করা।" পক্ষান্তরে মিসরবাসীর বিশ্বাস-"সুন্দরী কন্যা বলি দেওয়া ব্যতীত নদীর প্রবাহ অসম্ভব। সুন্দরী কন্যা নজরানা দেওয়া ব্যাতিরেকে দরিয়া থেকে পানির অংশ কামনা করা অকল্পনীয়।" গভর্ণর ও জণগন, উভয় শ্রেণী নদীর তীরে উপস্থিত। আমর ইবনুল আ'স সমস্ত ইন্তিজার-অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটালেন। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটালেন। সবার সামনে তিনি সেই চিঠিটি ফেলে দিলেন। যে চিঠিতে লেখা ছিল-"আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে নীল দরিয়ার প্রতি। হে নীল দরিয়া! যদি তুমি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার প্রবাহিত হওয়ার

আমাদের কোন দরকার নেই। আর যদি তুমি আল্লাহর নির্দেশের কারণে প্রবাহিত হয়ে থাক তাহলে পূর্বের মত প্রবাহিত হয়ে যাও।"

প্রিয় পাঠক! চিঠি ফেলার পর কি হয়েছে জানেন?

হ্যাঁ, চিঠিটি নদীতে ফেলার সাথে সাথে নদীতে স্রোত বইতে শুরু করল। শুষ্ক নদী মূহুর্তের মধ্যে পানিতে ভরে উঠল। সমাধি রচিত হল মিসরবাসীর দীর্ঘ দিনের লালিত 'অলিক ঐতিহ্যের'। সবার ভুল ভাঙ্গল। সবার কাছে কন্যা বলি দেয়ার অসারতা প্রমাণিত হল। সবাই বুঝতে পারল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। সবকিছু তার ইচ্ছা, ইশারা ও নির্দেশ অনুযায়ী হয়। জাগতিক কোন বস্তুর প্রভাবে কিছুই হয় না। সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আজও নীল নদীর সেই প্রবাহ চালু রয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখেছেন, কি বিস্ময়কর কথা! "মুসলিম শাসক মহান খলীফার আদেশ নীল নদ পর্যন্ত মেনে চলে! কারণ, খলীফা উমর তো নীল 'দরিয়ার মালিকে'র নির্দেশ মেনে চলেন। তাই নীল দরিয়াও খলীফার আনুগত্য করতে বাধ্য। আমরা কি তবে আল্লাহর কথা মেনে চলবনা?" অবশ্যই। তাহলেই সবকিছু আমাদের কথা মেনে চলবে।

# গ্রন্থপঞ্জি


১. মা'আরিফুল কুরআন-মুফতী মুহাম্মদ শফী'।

২. সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা-ডঃ আব্দুর রহমান রাফাত পাশা।

৩. হায়াতুস সাহাবা-আল্লামা ইদ্রিস কান্ধলভী।

৪. সাহিবু না'লির রসূল-মাওলানা নাসীম আরাফাত।

৫. আমীনুনফিছ ছামায়ি ওয়াল আর্‌দ-মাওলানা নাসীম আরাফাত।

৬. আলফিয়াতুল হাদীস-আল্লামা মঞ্জুর নো'মানী।

৭. তাফসীরে জালালাইন (১ম খন্ড)- আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ুতী।

৮. আল ফুতুহাতুল ইলাহিয়্যাহ- শায়খ সুলাইমান জামাল।

৯. ফয়জুল কালাম-মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ.

১০. তারিখুল ইসলাম-মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ সাহেব।


www.almodina.com

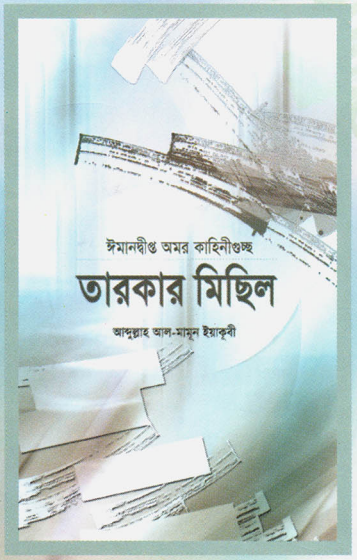

The Light
ONLY QUALITY DESIGN
naJmul haider-0191031184

আনোয়ার লাইব্রেরী
[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৮৮৬৯৯৩৪৬

www.almodina.com